

Barcode : 4990010255085

Title - Benu O Bina

Author - Dutta, Satyendranath.

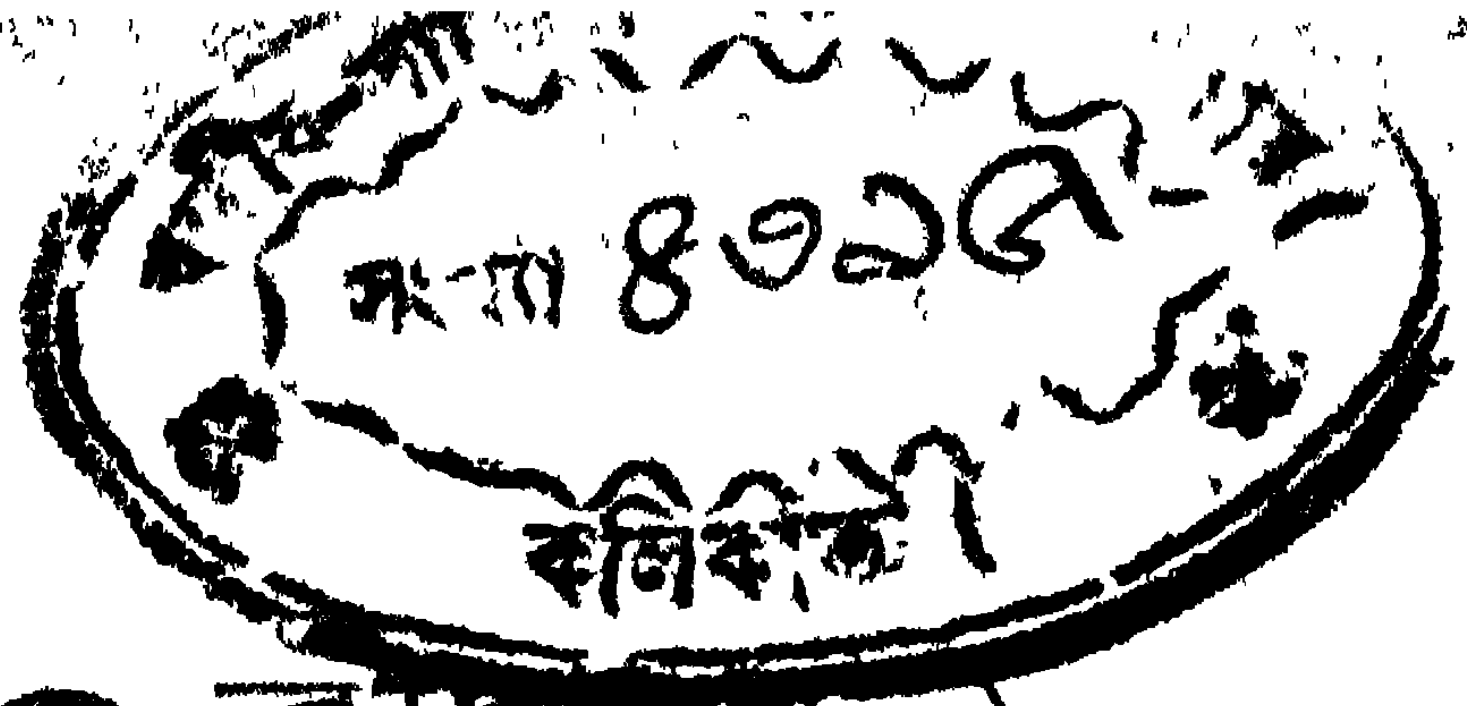
Language - bengali

Pages - 172

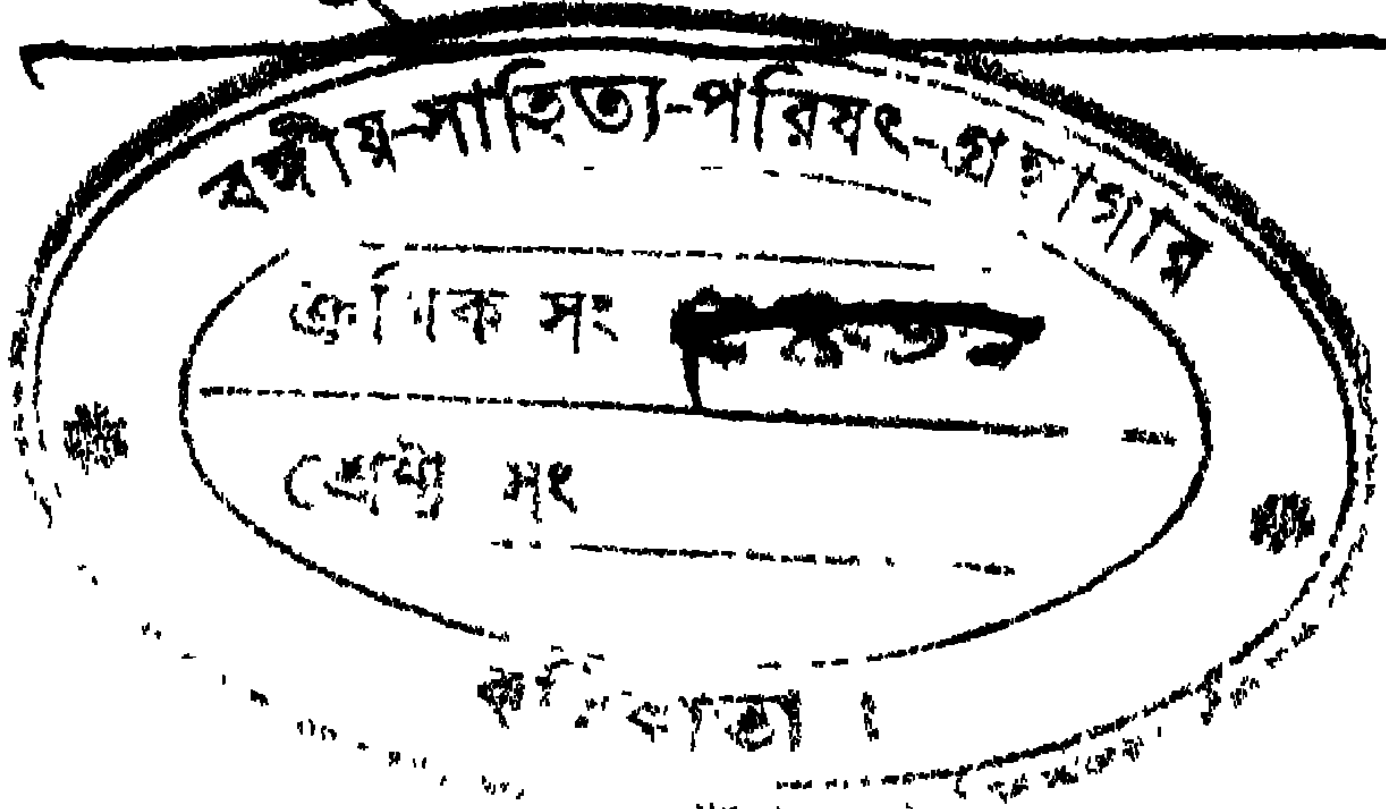
Publication Year - 1906

Barcode EAN.UCC-13





বেণু ও বাণী



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-

বিরচিত ।

কলিকাতা :

মহাভপতি ও বসু বড়ুদ

৪৯, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ।

১৩১৩ ।

এক টাকা ।

কলিকাতা।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,
মেট্রিকাল প্রেসে মুদ্রিত।

ବେନୁ ଓ ବୀଣା ।

ভূমিকা ।

‘বেণু ও বীণা’র অধিকাংশ কবিতা এই প্রথম প্রকাশিত হইল । এই কবিতা গুলি ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যে রচিত ।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলির নির্বাচন সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী এম্, এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি, এ এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি । এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ।

কলিকাতা ;
১লা আশ্বিন, ১৩১৩ ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

উৎসর্গ ।

যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,
যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সমস্ত্রমে অর্পিত হইল ।

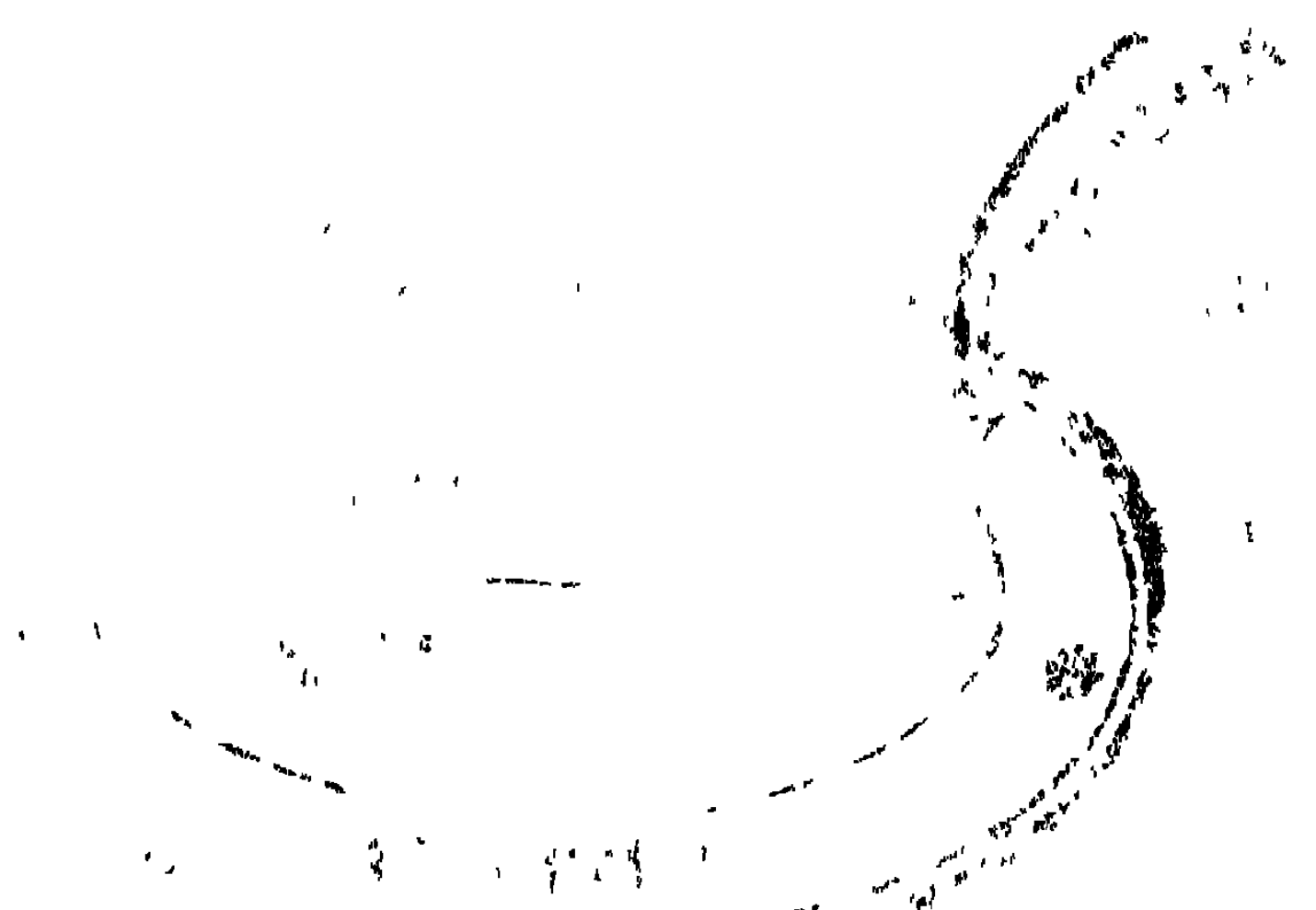
সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরম্ভে	১
অনিন্দিতা	৩
কিশলয়ের জন্মকথা	৪
আন-গগনের আলো	৫
নব বসন্তে	৭
বসন্তে	৯
ফাগুনে	১০
রূপ-স্নান	১১
মাঙ্গলিক	১২
প্রেম ও পরিণয়	১৩
জ্যোৎস্নালোকে	১৫
স্পর্শ মণি	১৮
রূপ ও প্রেম	১৯
মেঘের কাহিনী	২০
বর্ষায়	২৩
সারিকার প্রতি	২৬
আকুল আহ্বান	২৭
অবসান	৩০
আলোকলতা	৩২

বিষয়				পৃষ্ঠা
সাস্তুনা	...	...	...	৩৩
উদ্ভাস্ত	...	...	...	৩৪
ব্যর্থ	...	...	...	৩৫
ভ্রষ্ট	...	...	...	৩৬
একদিন-না-একদিন	...	...	...	৩৯
নৈশ-তর্পণ	...	...	...	৪১
মৎস্য-গন্ধা	...	...	...	৪৩
আলোয়া	...	...	...	৪৫
সহমরণ	...	...	...	৪৭
চিত্রাপিতা	...	...	...	৫১
মমতাজ	...	...	...	৫২
যাত্তঘর	...	...	...	৫৪
মমির হস্ত	...	...	...	৬০
ডাকটিকিট	...	...	...	৬২
উক্ক	...	...	...	৬৪
স্বর্ণ-গোধা	...	...	...	৬৫
প্রবাল-দ্বীপ	...	...	...	৬৬
আগ্নেয় দ্বীপ	...	...	...	৬৭
মূল ও ফুল	...	...	...	৬৮
ঝড় ও চারাগাছ	...	...	...	৭০
জীবন-বন্তা	...	...	...	৭১
কোন্ দেশে	...	...	...	৭৩
হেমচন্দ্র	...	...	...	৭৫

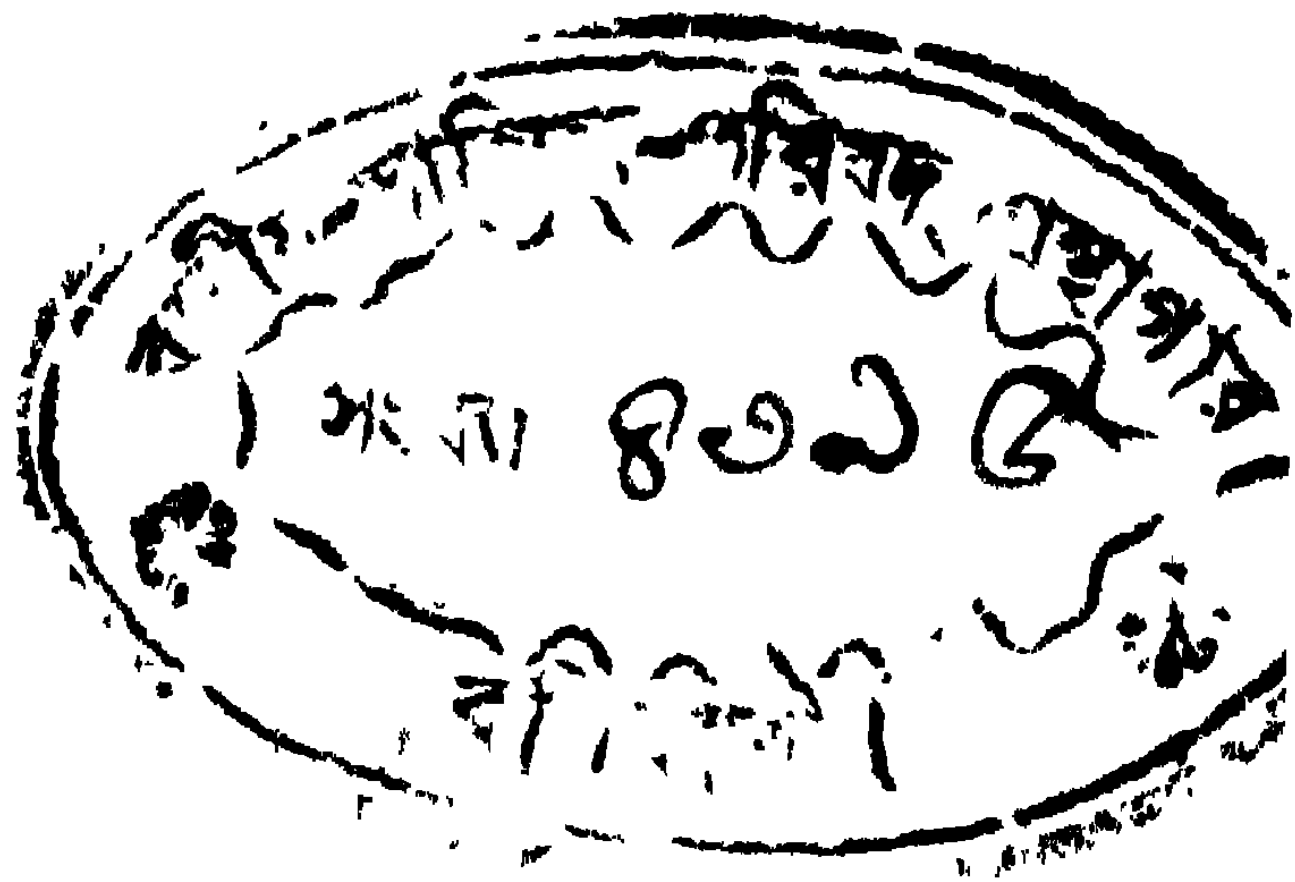
ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ହୃଷ୍ୟୋଗ	୭୬
ବନ୍ଧୁ ଜନନୀ	୮୦
‘ସ୍ବର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ’...	୮୧
ଆଶାର କଥା	୮୨
ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା	୮୫
ଧନ୍ୟସ୍ତ	୮୬
ପଥେ	୮୯
ଅନ୍ଧ ଶିଶୁ	୯୧
ଅବଗୁଠିତା ଭିତ୍ତାରିନୀ	୯୨
ବିକଳାଙ୍ଗୀ	୯୩
‘କୁଣ୍ଡାନାଦପି’	୯୫
ବନ୍ଧାୟ	୯୭
ଦେବୀର ସିନ୍ଦୂର	୯୮
ଶିଶୁର ସ୍ବପ୍ନାଶ୍ର	୧୦୧
ଅନ୍ଧବ	୧୦୨
ସ୍ଥଳିତ ପଲ୍ଲବ	୧୦୪
ହୃଦିନେ ଅତିଥି	୧୦୫
ଗୋଲାପ	୧୦୭
କୁଳାଚାର	୧୦୯
ତିଳକଦାନ	୧୧୩
ଶିଶୁର ଆଶ୍ରୟ	୧୧୫
ହାସି-ଚେନା	୧୧୭
ବର୍ଷାୟାନ୍	୧୧୯

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅରଣ୍ୟୋ ରୋଦନ ...	୧୨୨
ଦେବତାର ସ୍ଥାନ ...	୧୨୩
ମେଘେର ବାରତା ...	୧୨୪
ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ...	୧୨୫
'ବାତାସୀ-ମା'ର ଦେଶ ...	୧୨୬
ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ...	୧୨୮
ଅକ୍ଷୟ ବଟ ...	୧୩୦
ଶିଶୁହୀନ ପୁରୀ ...	୧୩୧
ପଥହାରୀ ...	୧୩୩
ନାତାଜୀର ସ୍ବପ୍ନ ...	୧୩୫
'ସୁନାମି ବୀକ୍ଷା' ...	୧୩୬
ମହାତାରା ...	୧୩୮
ଅମୃତକଣ୍ଠ ...	୧୪୦
ସମତା ଓ କ୍ଷମତା ...	୧୪୧
ନାମହୀନ ...	୧୪୮
ଆକାଶ ପ୍ରଦୀପ ...	୧୪୯
ଶାହାରଜାଦୀ ...	୧୫୦



বেণু ও বীণা ।

আরম্ভে ।



বাতাসে যে ব্যথা যেতেছিল ভেসে, ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকান' যা'ছিল অগাধ অতল দেশে,
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি' বাজে !

মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা,
পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে, হায়,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা !

বেণু ও বীণা ।



হৃদয়ে যে সুর গুমরি মরিতেছিল,
যে রাগিণী কভু ফুটেনি কণ্ঠে—গানে,
শিহরি, মূরছি,—সেকি আজ ধরা দিল,—
কাঁপিয়া, ঢলিয়া, ঝঙ্কারে—বীণাতানে ?

বিপুল স্রুথের আকুল অশ্রুধারা,—
মন্মতলের মন্মরময়ী ভাষা,—
ধ্বনিয়া তুলিবে—স্পন্দনে হ'য়ে হারা,
এমনি কামনা—এতখানি তার আশা !

কতদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু,
মানসের জলে বেজেছে বিভোল বীণা,
তারি মূচ্ছনা—তারি সুর রেণু, রেণু,
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা !

পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী-দেবী ! হে মোর রাগিণী-রাণী !
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণা'র তানে ?



অনিন্দিতা ।

ধূলিরে সুন্দর করি এস তুমি, হে সুন্দরী,
ধূলা পায়ে এস অনিন্দিতা !

পঙ্খ-পাথে, আঁখি-পাখী, চাঁদের অমিয়া ছাঁকি'
ঢেলে দিক, হে কবি-বন্দিতা !

অধর কপোলময় ফুলের মিলেছে নয়,
সু-ললাট মতির আবাস,
সৌন্দর্যের ধারা বৃষ্টি, বিধির অপূর্ব স্রষ্টি,
কালিন্দীর উন্মি কেশপাশ ।

ফুলের রচিত দেহ, স্নেহ করুণার গেহ—
লয়ে এস—পরাণ উদার ;
অপূর্ব অমৃত-রসে, সিনান করাও এসে,
জ্যোৎস্না-ঘন পরশে তোমার !

আনগো মঙ্গল-ঘট, লয়ে এস অকপট
বেদনা-বৃষ্টিতে-পটু মন,
ছ'খানি স্নেহের করে জগতেরে রাখ ধরে,
রাখ বেঁধে অন্তরে আপন ।

এস, মন্দ-বায়ু-গতি ! সৌন্দর্য্য-রূপিণী সতী !
শোন মোর সৌন্দর্য্যের গীতা ;

মনের ছয়ার খুলি, একবার পথ ভুলি,
এস দেবী—এস অনিন্দিতা !

বেণু ও বীণা ।



কিশলয়ের জন্মকথা ।

চোখ দিয়ে ব'সে আছি, কখন অঙ্কুর ফাটি'
বাহিরিবে প্রথম পল্লব ;
এক মনে আছি চেয়ে, ধরা যদি পড়ে তাহে—
নিখিলের আদি কথা সব ।

সারাদিন ব'সে, ব'সে, তন্দ্রা চোখে এল শেষে ;
চরাচর ডুবিল তিমিরে ;
প্রভাতে দেখিছু জেগে, নয়নে কিরণ লেগে—
কচি পাতা কাঁপিছে সমীরে ।

বেণু ও বীণা ।



আন-গগনের আলো ।

আমার কুঞ্জে লতার ছয়ার নিবিড় ছিল না ভাল,
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে আন-গগনের আলো ;

স্বজনি লো—শঙ্খ বাজা,—

আজ আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা !

অরুণ চরণে শরত প্রভাত—

আজি এল যেন তারি সাথে সাথে,

তারি সাথে সাথে নিবাত সলিলে

ছলিয়া উঠিল আলো ;

স্তব্ধ হিয়ার ছ'কূল প্লাবিয়া কিরণে ভরিয়া গেল ।

কুঞ্জভবনে লতার ছয়ারে পল্লব দল নাচে,

অযুত গ্রন্থি তন্তুলতার খুলিলে পরাণ বাচে,

হে উন্মাদ ভালবাসা,—

ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন, তুমি কেড়ে নিলে বাসা !

শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িয়া—

তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,

বাতাসে চড়িয়া আর কতদূর

ছুটিব তোমার পাছে,

কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে যাও, হায় গো কাহার কাছে ?

বেণু ও বীণা ।



আমার কুঞ্জদয়ারের পাশে ছিন্ন লতিকা গুলি—

বাথিতের মত চেয়ে আছে, হের, মাথিয়া ধরার ধূলি ।

হে মোর সমুদ্র-পাখী,—

তবু চলিয়াছি তোমারি সঙ্গে বাগ্র-বাকুল-অঁাখি ।

ভাঙা হৃদয়ের,—নয়ন জলের—

মরু, হৃদ ; কত মরীচি—ছলের ;

হাসির জ্যোৎস্না স্মৃথের লহরে

ঘুম যায় নিরিবিলি ;

বিশ্ব-হিয়ার পরতে পরতে হিয়া মোর গেল মিলি ।

বিশ্বে আলোক কুটেনি, তখন, তুমি এসেছিলে যবে,—

অলোক-আলোকে সাঁতারি কখন' তিমিরে কখন' ডুবে ।

হে বিশ্ব-ভুবনচারী,—

সৃষ্টি-ছাড়া, কি মন্দের বলে, হৃদয় লইলে কাড়ি !

নিমেষে কুটাও নিখিলের ছবি,

নিমেষে বুঝাও বুঝিবার সবি,

নিমেষে ছুটাও আলোকে ভুলোকে

মোহন বংশী রবে ;

আমিও ছুটেছি, সাঁতারি আলোকে—অঁাধারে কখন' ডুবে ।



নববসন্তে ।

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে,
কোকিল গাহে তায় ;
কিরণ কোলে লহর দোলে,
সলিল বহে যায় !

ফুলের বনে পরাগ মনে
প্লক উথলায় ।

নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন হারা

নূতন চোখে চায়,
ফুলের বনে, ফুল ফুটেছে,
সমীর মূরছায় ।

সোনার মৃগ মৃগীর পানে
সোনার চোখে চায়,
কপোত সনে, মধুর স্বনে,
কপোতী গান গায়, .

বেণু ও বীণা ।



সোনার ফড়িং তুণের বনে
ঝাঁঝির পিছে ধায় ;
নূতন ঋতু, নূতন রীতি,
নূতন প্রীতি, নূতন গীতি,
নিখিল ধরা আপন হারা
সোনার চোখে চায় !
ফুলের বনে পরাগ মনে
পুলক উথলায় ।

বিভোর হ'য়ে চকোর আজি
চাঁদের পানে চায়,
হৃদয় তলে প্রেম উথলে
জগৎ ভুলে যায়,
চাঁদ সে ভাসে নীল আকাশে
আপন জোছনায় ;
তরুণ প্রাণে, নূতন প্রীতি,
নূতন রীতি, নূতন গীতি,
বিভোল ধরা আপন হারা
সোনার চোখে চায় ;
নিখিল সনে তরুণ মনে
পুলক উথলায় !

বেণু ও বীণা ।



বসন্তে ।

পুলক উষার কিরণ রাগে,
পুলক পাখীর আকুল-গানে ;
ফুলের গন্ধে পুলক জাগে,
প্রেমের পুলক কিশোর প্রাণে !

নূতন ফুলের গন্ধ উঠে
দিক্‌ বিদিকে যায় লুটে,
চল্ রে স্বরা, চল্ রে ছুটে,
চল্ রে ছুটে ফুলের পানে ।

বাতাস বেয়ে, বাতাস ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ দিশেহারা—
আকাশ পানে চ'ল্ল ধেয়ে,
যেথায় হাসে উজ্জল তারা ;

আধেক পথে তারার আলো,—
ফুলের পন্ধে মিশিয়ে গেল,
বইল ধরায় প্রেমের ধারা,
পুলক ধারা বইল প্রাণে ।

বেণু ও বীণা ।



ফাগুনে ।

কুল বলে, “অঁখি জলে, ছিন্নু একা, ব্রিসমাণ ;
তুমি এসে, মৃদু হেসে, নব প্রাণ দিলে দান ;
মলিন অধরে, মরি,
তুমি দিলে সুধা ভরি’,
তোমার চুম্বনে ফিরে, মনে পড়ে, ভোলা গান ।
উদাস নয়নে আলো—
তুমি জ্বালায়েছ ভাল,
এখন মরণ এলে—হাসিমুখে ঢালি প্রাণ ।”
মধুকর, গুন্‌গুনি
বলে, “হায় গুণ গণি’
এমন ফাগুন দিন—ঠয় বৃষ্টি অবসান ।”

বেণু ও বীণা ।



রূপ-স্নান ।

জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষ্টি হ'য়ে গেছে,
আহ্লাদে আকুলা ভাগীরথী ;
স্নিগ্ধ বাতে ত্রিলোক তুষিছে,
কৃষ্ণা যেন সেবি'ছে অতিথি ।

লালে লাল পশ্চিম আকাশ,—
তপ্ত সোনা—সিন্দূরে—হিঙ্গুলে,
অঙ্গে ধরি রক্ত চীনবাস,
জাহ্নবী, চলেছে এলোচুলে !

লাক্ষা রাগে রঞ্জিত আকাশে
খণ্ড নীল দূর্বাদল-শ্রাম,
প্রলয়ের রক্তে যেন ভাসে
বটের পল্লব অভিরাম,—

ছায়া তার রক্তিম গঙ্গায়,—
দেখ চেয়ে—দিবা কাম্য-কুপ,
রূপহীনা, কে আছিস্ আয়—
এ ঘাটে নাহিলে হয় রূপ !

বেগু ও বীণা ।



মাস্তলিক ।

খানজ ।

পরমেশ ! আজি, বরষ তোমার
 আশিষ যুগল শিরে ;
কর পবিত্র, পুষ্পেরি মত,
 এ নব দম্পতীরে ।
আজি হ'তে তা'রা বাহিবে তরণী,
 অকূল সিন্ধু-নীরে ;—
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
 বারু বহে যেন ধীরে ।
হরষিত শত হৃদয় প্রাবিয়া
 আজি যে পুলক ফিরে,—
সে নধুর প্রীতি, যেন দিবা রাত্তি
 যুগলে রহে গো ঘিরে ।



প্রেম ও পরিণয় ।

সুখের নিলয়— সেই পরিণয়,—
 প্রণয় বাহে দৃষ্টি রাখে ;
নইলে কেবল লোহার শিকল,
 জীবন পথে বিঘ্ন ডাকে ।

 চন্দ্র তারায় সন্ধি ক'রে
 দু'টি হৃদয় বন্দী করে,
 কত যুগযুগান্ত ধ'রে
আয়োজন তার চ'লতে থাকে ।
 একটি নারী, একটি নরে,
 অপূর্ণে অখণ্ড করে,
 প্রাচীন ধরায় তরুণ করে,—
অরুণ রাগে জগৎ আঁকে !

 অমৃত প্রেম মর্ত্যালোকে,
 অমৃত সে দুঃখ শোকে ;
 জীবন পুঁথির জটিল লেখা—
স্পষ্ট হয় প্রেমিকের চোখে ।

বেণু ও বীণা ।



পরিণয়ে সেই সে প্রণয়,
পরিণত যেই দিনে হয়,
সে দিন ফলে অমৃত ফল—
জগৎ-বিষ-বৃক্ষ-শাখে ।



জ্যোৎস্নালোকে ।

তুমি আছ নিদ্রা-বিভোর,
ফুলের বিছানা' ;

জানালা দিয়ে পড়িছে গিয়ে
আকুল জোছনা ।

এই সে ছিল চরণ ছুঁয়ে,
একটি কোণে, একটু নুয়ে,
এখন সে যে হিয়ার রাজে,
হরিণ-লোচনা !

সাহস পেয়ে, রয়েছে চেয়ে,
অধীর জোছনা ।

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
ঘুমের নাহি লেশ ;
জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখে
সুখের নাহি শেষ !

আমার ছায়া তোমার বুকে,
জ্যোৎস্না সাথে ঘুমায় সুখে,

বেণু ও বীণা ।



জ্যোৎস্না সাথে নয়ন পাতে
রচিছে মায়া দেশ ।

সন্ধ্যা থেকে আমার চোখে
যুমের নাহি লেশ ।

জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ পাশ,
এখনি তবে প্রভাত হবে,
জাগিবে রশ্মি-ভাস্ ।

ছিলনা বাধা, হরষ মনে,
চাহিয়া ছিন্ত তোমার পানে,
বিজন গেহ ছিলনা কেহ
করিতে পরিহাস ;
জ্যোৎস্নাটুকু মিলায়, বায়ু
দোলায় কেশ পাশ ।

সফল আজি জীবন মম,
সফল জোছনা,
সফল তব রূপের রাশি
কমল-লোচনা !
ধোত করি তারার মালে,
ধোত করি যুথির জালে,

বেণু ও বীণা ।



পড়েছে ঝ'রে তোমারি 'পরে

অমর জোছনা ।

জ্যোৎস্না দেশে, রাণীর বেশে,

হরিণ-লোচনা !

বেণু ও বীণা ।

স্পর্শমণি ।

কহিতে কাহিনী আছে, গাহিবার' আছে গান !
যত দিন মনোবীণে ভালবাসা তুলে তান !
মনয় চলিয়া গেলে ফুল ত' ফুটে না বনে,
ভালবাসা ফুরাইলে সাড়া ত' উঠে না মনে ;
দেবতা চলিয়া গেলে, দেউলে না দীপ জ্বলে.
ভুলেও না উঠে তান—প্রেম যেথা অবসান ।
ভালবাসা যদি, হায়, বারেক ফিরিয়া চায়,—
অরুণ চরণ দিয়া—হিয়া পরশিয়া যায়,—
ফুটে শত শতদল, ছুটে মধু পরিমল,
জে'গে উঠে কলগীতি—মন প্রাণ কানেকান !
গেয়ে না ফুরায় গান,—কথা হয় অফুরান্ !

বেণু ও বীণা ।



রূপ ও প্রেম ।

রূপ ত' হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা ;

রূপহীনা নহে প্রেমহীনা ।

লেখার এ দোষে শুধু, স্পর্শিবেনা কাব্য-মধু ?

প্রেম—বার্থ হবে রূপ বিনা ?

কবি হ'তে শ্রেষ্ঠ কি গো কেরাণী মুহুরী ?

প্রেম হ'তে রূপের মাধুরী ?

কুরূপে—নয়ন বিনা কেহ ত' করে না ঘৃণা,

প্রেম যা'র হৃদয় যে তা'রি ।

চাঁদের কিরণ সে ও লুটে তার পায়,

মলয়া সে কুস্তল দোলায়,

যৌবন-দেবতা করে রাজ্য—সে দেহের' পরে,

মনে প্রাণে বহে প্রেম-বায় !

তবে ফিরায়োনা অঁাখি কুরূপ বলিয়া,

যেয়োনা গো চরণে দলিয়া,

নিশির স্নেহের গেহে, দেখো, রূপহীন দেহে,

প্রেমে রূপ উঠে উথলিয়া !



মেঘের কাহিনী ।

সম্বর হ্রদে, জর্জর দেহে, ঘুমায়ে আছি নু ভাই,
লবণে জড়িত লহরের কোলে ঘুমেও স্বস্তি নাই ;
সহসা পূরবে, তরুণ অরুণ হাসিয়া দিলেন দেখা,
আমি জাগিলাম, বুকে দেখিলাম অরুণ কিরণ লেখা !

কিরণাঙ্গুলি ধরি’

আমি, উঠিলাম হরা করি’,
কম্পিত, ক্ষীণ, জর্জর তনু—ললাটে বহিঁ শিখা ।

ভ্রণ পল্লবে, নিম্ন বায়ুতে আপনার জ্বালা ঢালি’
উচ্চ গিরির উন্নত চূড়ে উঠিতে লাগি নু খালি ;
কঠোর শিলার পরশে আমার নয়নে ঝরিল জল,
ছল ছল চোখে লাগি নু উঠিতে—ছুঁই নু গগন তল ।

ডুবিলেন দিননাথ,

হাসি, পবন ধরিল হাত ;
তুষারের মত হ’য়ে গেল দেহ, ফুরা’ল সকল বল ।

* * * *

বাতাসের সাথে ধরি হাতে হাতে গগনে ছুটি নু কত,
পলে পলে ধরি অভিনব রূপ—খেলি বাতাসের মত ;



চন্দ্রমা আর গ্রহ তারকার সকল বারতা লয়ে—

বরষের পথ মনের আবেগে নিমেষে চলিলু ধৈর্যে ;

কত যে হেরিলু, আহা,

কভু, স্বপনে ভাবিনি যাহা !

ওই ডাকে মোরে চাতক, ময়ূর, কবি—গান গেয়ে গেয়ে !

বিশ্বের ডাক শুনেছি আবার—হৃদয় ভ'রেছে স্নেহে,

বিশ্বের প্রেমে পরাণ আমার ধরেনা ক্ষুদ্র দেহে ;

বুকে ধরি খর বিজলীর জ্বালা বুঝেছি আপনি জ্বলে

ধরণীর জ্বালা ; তাই ত' আবার চলিয়াছি মহীতলে ।

মরতে যে বায়ু ব'য়—

আর, করিনা তাহারে ভয় ;

রঙীন মেথলা পরিয়া চলেছি আশা দিতে ফুলদলে ।

আমারি মতন কত শত মেঘ জুটেছে আজিকে হেথা,

কাজলের মত বরণ, গাহিছে জীমূত-মন্দ্র-গাথা ।

চলিতে ছলিছে শত গোস্তুন, পূর্ণ শীতল রসে,

বেদনা তাপিতা আবেশে ঘুমায়, কবরী বন্ধ খসে ;

টুটে কৃতচূড় জটা,

তাহে, ফুটে দামিনীর ছটা,

কুন্তল ভার—জ্বাকুল ধরার চোখে মুখে পড়ে এসে ।

বেণু ও বীণা ।



স্বর্গর রবে ঝরে বারিধার, শিথিলিত কেশ, বেশ ;
গর্জন ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্বদেশ ।
এ পারে বজ্র অটুহাসিল, ও পারে প্রতিধ্বনি,—
সংজ্ঞা হারা'নু, কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি ।

জাগিনু যখন শেষ,
দেখি, আছি আমি ব্যাপি' দেশ,
ভূতলে অতলে যেতেছে মিলায়ে আমারি সে তনুখানি !

আজ নাহি মোর জোছনা সিনান, কিরণে শিঙার নাই,
নাহি রামধনু-মেথলা আমার, নাই কিছু নাই, ভাই ;
আজ আমি শুধু সলিল-বিন্দু, ভাই আজি মোর ধূলি,
টাদের মিতালি ভোলা যায়, করি' তার সাথে কোলাকুলি !
আমি, নহি নহি মেঘ আর,
এবে, জল আমি পিপাসার,
সার্থক আজি জন্ম আমার—যথীরে ফুটায় তুলি ।



বর্ষায় ।

শ্রুত, পরিণত— কদম কেশর
 ঝরিছে এ পাশে ও পাশে ;
মৃদু-বিকশিত কেতকীর রেণু
 ঝরিছে বাতাসে বাতাসে ।
মেঘ আসে যায় বারেবার,
 ঝরে বারিধারা, কদম কেশর,
 মিলে মিশে একাকার ।

বহুদিন পরে চলিয়াছি গ্রামে,
 নূতন হয়েছে পুরাণ,
চোখের উপরে বেড়ে উঠে ধান,—
 দায় হ'ল অঁাখি ফিরান' ।
নাচে বুলবুলি আর ফিঙে,
 জাল ফেলে ফেলে জেলের ছেলেরা
 ঝেয়ে নিয়ে চলে ডিঙে ।

বেণু ও বীণা ।



ধীরে মস্তুরে গ্রামের ধরণে
চলেছে গ্রামের লোকেরা,
অলস গমনে জল বহে বধু,
মেঘে মিশে যায় বকেরা ।
কা'রে নাম ধ'রে ডাকে দূরে,
দূর হ'তে তার ফিরে আসে সাড়া
মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে ।

গাভী সাথে লয়ে একা পথ দিয়ে
চলেছে চাষার ঝিয়ারী,
নূতন বয়স, সরস শরীর,
চাহনি নূতন তাহারি ;
তা'রে এ দিঠি শিখা'ল কে গো ?
বয়সের রীতি কে শিখায় নিতি
এ বিজনে, ব'লে দে গো !

সে যে অপক্লপ বরষার মত,—
আপনি উঠে গো ভরিয়া,
সে যে সচকিত দামিনীর মত
প্রাণ আগে লয় হরিয়া ! •

বেণু ও বীণা ।



সে যে ধানের ক্ষেতেরি মত,—

চোখের উপরে বাড়ে পলে পলে
চেউ উঠে শত শত ।

সাথে গাভী লয়ে পশিল কুটীরে
কিশোরী চাষার ঝিয়ারী,
পুলকে অমনি উঠিল ডাকিয়া
কুকুর—তাহার ছয়ারী !

হেথা জল নেমে এল হেনে,
একাকী নীরবে দাড়াইলু তবে
তা'দেরি আঙিনা কোণে ।

বেণু ও বীণা ।

সারিকার প্রতি ।

সারিকা ! কোথারে আজি—সাগরিকা—কোথা আজ,
অঁকিছে কাহার ছবি, বলিতে কেনলো লাজ ?

সে দিন লুকায়ে রহি,
গেছিলি সকলি কহি,
আজিরে নীরব কেন—বনবীণা বাজ, বাজ ।

আজিও তেমনি কিরে, কদলীর ছায়ে রহি,
তপনের—গদনের—তনু মনে জ্বালা সহি,

শীতল কদলী ছায়
শয়ান রচিয়া, হায়,
বিভোরে আছে কি বসি সে আমার পথ চাহি ?

আজ' কি আমার ছবি—ফেলিয়া সকল কাজ—
অঁকিছে গোপনে, বালা, মলিন নলিন সাজ ?

আজ' কি হৃদয় 'পরে—
আমার মুরতি ধরে ?
আজ' কি তাহার মনে লীলা করে ঋতুরাজ !



আকুল আহ্বান ।

এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !
বসন্ত প্রভাত ! সুখ-বসন্ত প্রভাত !
কোকিল সে কুহু কুহুরিল,
শিহরি উঠিল বন-বাত ;
গুঞ্জরি' অলি বাহিরিল
বকুল গন্ধ সাথে সাথ !
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

বকুল ঝরিয়া মরিল গো,
চম্পক ও হ'ল পরিম্লান ;
মৃচ্ছিত তাপে শিরীষ শুচ্ছ,
তনুমন আজি ম্রিয়মাণ ।
'ফটিক জল'—'ফটিক জল'—
চাতক ফুকারে সবিষাদ ;
আমি লাজভীতে নারি ফুকারিতে,
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

বেণু ও বীণা ।



নিদ্রিত পুরে বায়ু 'হাহা' করে,
নিবিড় বর্ষণে কাটে রাত,
কত যুথী ঝরে—কে গণনা করে ?
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কদম কেতকে কানন ছায়,
দাদুরী অঁধারে কাঁদে রে,
ফুল সম হিয়া ফুটিতে চায়—
তারে কে আজিকে বাধে রে !
কেতকী মলিন, নীপ রূপহীন,
কমল খুলিল অঁথি পাত ;
জ্যোৎস্না হাসিল প্লাবিয়া ধরণী ;—
এস নাথ ! এস নাথ ! এস নাথ !

উত্তরে হাওয়া ফিরিল গো,
উলুকা ফুকারে সারারাত ;
তুমি এলে না—তবু, ফিরিলে না,—
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

কুন্দ কাঁদিয়া ডুখে, হায়,
ঝরিয়া মিশায় কুরাসায় ;

বেণু ও বীণা ।



বিধবা কানন-বল্লরী
মলিন আকাশ পানে চায় ।
দীর্ঘ যামিনী কাটে না আর,
না মুদে হয় নয়ন-পাত ;
ডাকে তক্ষক—বন-রক্ষক ;
হায় নাথ ! হায় নাথ ! হায় নাথ !

বেগু ও বীণা ।



অবসান ।

চলে যাও—ওগো, চলে যাও,—
বকুল ফুলেরে দলে যাও ।
হেথায় ধূলির মাঝে
কে মুখ লুকা'ল লাজে,—
সে কথা শুনিতে কেন চাও ?
অঁধারে ফুটিয়া সে যে
অঁধারে ঝরিয়া গেছে,
তার কথা—কেন গো স্মৃধাও ?
তাহার রূপের ভায়
তারা ত' ফুটেনি হায়,
বড় আশা ?—ছিল না ত' তা'ও ।
ঝরিয়া পথেরি ধারে
ছিল সে পড়িয়া, হা—রে
চরণে দলেছ—ভাল—যাও ।
ধূলি মাথা একাকার,
তার পানে বৃথা আর

বেণু ও বীণা ।



আকুল নয়নে কেন চাও ?
তা'রি সে শেষ নিশাস—
এখন' বহে বাতাস !
হেথা হ'তে—অবোধ—পালাও ।



আলোকলতা ।

মূল নাই, ফুল ফল পত্র নাই মোর,
বাতাসে জনম মম, তরু শিরে বাস ;
তন্তু সম সূক্ষ্ম তনু, সুবর্ণের ডোর,
যে মোরে আশ্রয় দেয় তা'রি সর্বনাশ ।

চিনেছ ? ‘আলোকলতা’ বলে মোরে লোকে ;
যে মোরে আদরে শিরে ধরে আপনার—
নিস্তার নাহিক তার, বেড়ি পাকে, পাকে,
শ্রীহীন, লাবণ্যহীন, করি তনু তার,—

রস মরে, পত্র ঝরে, শরীর শুকায়,
আত্মহারা আলিঙ্গনে—তরু—এ তনুর,—
সমাচ্ছন্ন পরশের মোহ-মদিরায় ;
প্রতিবাতে কাঁপে দেহ অসার তরুর ।

শুকাইলে বৃক্ষ, আমি, তবে সে শুকাই ;
আলোকের ধন, পুনঃ, আলোকে লুকাই !



সাস্তুনা ।

বিফল যদি হয় গো প্রণয়—বিফল হ'তে দাও ;
স্বথের পরে দুঃখ পেলো—আর কি বেশী চাও ?
তোমার মনের আকুলতা
বুঝতে পারে তরুলতা,
মানুষ যদি না বুঝে তা'—সইতে হবে তা'ও ।
প্রেম দিয়েছ প্রেমের ধনী,
দিয়েছ ঋণ—হওনি ঋণী,
রিক্ত তবু মুক্ত তুমি—সেই পুলকেই গাও ।
প্রণয় হারিয়েছি ব'লে,
পড়িসনে ভাই দুঃখে হেলে,
প্রেমের সঙ্গে প্রাণ যেতে চায়—তারেও যেতে দাও ।

বেণু ও বীণা ।



উদ্ভাস্ত ।

আন বীণা, বাঁধ তার. ঢাল সুরা, গাহ গান ;
যে গিয়েছে—কথা তার, কর আজি অবসান ।

যে ফুল গিয়েছে ঝ'রে, সে আর ফিরিবে নারে,
যে পাখী মরেছে হায়—গিয়েছে সে চিরতরে ;
মোছ তবে অঁখি ধার—কঁাদিয়া কি হ'বে আর ?
ঢাল সুরা—করি পান, তোল গো নূতন তান,
শ্মশানে জনম যা'র—তা'র' কেন কঁাদে প্রাণ !

আমার এ অঁখি দিয়ে অশ্রু বহে না গো,
এ প্রাণ আপন ব্যথা কারেও কহে না গো,
আমার বেদনা বুকে, এমন পাইনে খুঁজে,
এ জগতে যাতনার—পরিহাস—প্রতিদান !
পাষাণে পাষাণ হানি' তোল তবে কলতান !

বীণারে তুলিয়া লও, যত দিন আছে, তার,—
তোমার ব্যথায় হায় কঁাদিবে সে শতবার,
কণ্ঠে মিলায়ে তান—গাহিবে করুণ গান,
তাহারে ধর গো বুকে—কর শোক অবসান ;
তোল ফিরে কলগান, পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ !

वार्थ ।

অতিথি ফিরিয়া গেছে,
আয়োজনে এখন কি ফল ?
চাতক মরিয়া গেছে,
আজি আর মেঘে কেন জল :
গোলাপ ঝরিয়া গেছে,
ফিরে যা' রে পবন পাগল ।

টুটিয়াছে সুরার পেয়লা,
শুক মাটি লয়েছে শুবিয়া ;
ভেঙেছে ত' ভেঙে যাক্ খেলা,
ঘরে পরে কি হ'বে দূষিয়া ?
নিশিদিন পঞ্জর-পিঞ্জরে
মরা পাখী কি হ'বে পুষিয়া ?

যামিনী পোহায়ে যদি গেল—
 এখন এ বৃথা অঙ্গ-রাগ ;
 নয়নের নেশা ত' ফুরা'ল,—
 মিছে কেন কথার সোহাগ ?
 লিখে লিখে সাদা হ'ল কাল,
 ছিঁড়ে ফেল,—চির ঘুচে যাক ।

বেণু ও বীণা ।



ভ্রষ্ট ।

আনন্দে অমৃত-গন্ধ আছিল তখন,
তীব্র ছিল দুঃখ অভিমান,
অনুভূতি তীক্ষ্ণ ছিল, পুষ্প সম মন,
ভালবাসা ছিলনাক' ভান ।

তখনি সে পরিচয় তোমায় আমায়,
কত দিন—কতদিন গেছে ;
এত ঘনিষ্ঠতা,—শেষে, কে জানিত হায়,
অচেনার মত রব বেঁচে ?

তুমি ডুবিয়াছ পক্ষে, আমি সশঙ্কিত,
মজি নিজে—কখন—কে জানে ;
পাছে এ কাহিনী হয় অশ্রের বিদিত,—
ফিরে নাহি চাহি তোমা' পানে ।



হয় ত' হ'তাম সুখী আমরা দু'টিতে,—
হেলা ভরে তুমি গেলে চলি' ;
প্রেম-শতদল হায় ফুটিতে ফুটিতে—
মনে পড়ে ?—গিয়েছিলে দলি' ।

মানুষ পাষণ হয়, কর কি প্রতায় ?
চেয়ে দেখ—সাক্ষী তার আনি ;
ঠেকিয়া শিখেছি এবে, কেহ কার' নয়,—
সত্য কি না জানে অন্তর্যামী ।

কেনা, বেচা, বেনেগিরি কানাকড়ি নিয়ে,
হট্টগোল হাটের মাঝারে ;
ক্ষয় গেল সোনাটুকু যাচিয়ে, যাচিয়ে,
প্রতিদিন দোকানে, বাজারে,—

অধরে যে হাসি ছিল—মিশেছে অধরে,
জঙ্গলের ফুলের মতন ;
নয়নে যে জ্যোতি ছিল, শুধু অনাদরে,
নয়নে সে হয়েছে মগন ।

বেণু ও বীণা ।



যে দিন পাঠায়েছিলাম প্রেম-নিমন্ত্রণ—
অবসর হয়নি তোমার,
আজ তুমি উজ্জ্বলিত করেছ গ্রহণ,
কি অদৃষ্ট তোমার আমার !

ভেব'না যন্ত্রণা দিতে, গঞ্জনা, ধিক্কারে,
আজ আমি এসেছি হেথায়,
আপনার মত ভালবেসেছিলাম যা'রে—
তা'র কথা কা'রে কথা যায় ?

বাহিরে, যেথায় তোরে করে পরিহাস—
ক্ষীণ-কণ্ঠে সেথা তুলি হাসি,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা স্মৃতি-নাগপাশ,
সংগোপনে অশ্রুজলে ভাসি ।

তবুও কাঁদেনা প্রাণ পূর্বের মতন,—
অনুভূতি তীক্ষ্ণ নহে আর,
জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন ;
আজ' তবু, জাগে—হাহাকার !

একদিন-না-একদিন ।

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা'—তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে ।

সীতার নামে কলঙ্ক আর লঙ্ঘণেরে অবিশ্বাস,
ধানভঙ্গ শঙ্করের ও যুধিষ্ঠিরের নরকবাস ;
এমন সকল কাণ্ড যখন আগেই গেছে ঘ'টে,
তখন তুমি খ্যাতির খেদে গরম কেন চ'টে ?
চ'লতে গেলেই লাগে ধূলো,
ধুয়ো তখন ও সব গুলো,
তা'ব'লে কি পথ দিয়ে, ভাই, চ'লবে নাক' মোটে ?

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,
ঘটেছে যা' তাই নিয়ে ভাই বৃথাই মাথা বকা'লে ।

অরসিকে রসের কথায় হয়ত' যাবে ভোলা'তে,
অপ্রেমিকে মনের বাথায় হয়ত' যাবে গলা'তে ;
অঘটন যা' ঘ'টবে তা'তে—সেটা কিন্তু স্বাভাবিক !
কাজেই তা'তে বিলাপাদি, বেশী রকম, নহে ঠিক ।

বেণু ও বীণা ।



পরকে কেন মন্দ কই ?

মনের মত নিজেই নই ।

‘আমাদের এই রোষ তুষ্টি—অধিকাংশই আকস্মিক !

একদিন-না-একদিন, কারো-না-কারো কপালে,

ঘটেছে যা’ তাই নিষে ভাই বৃথাই মাথা বকা’লে ।



নৈশ-তর্পণ ।

জলের লীলা মিলিয়ে গেল নিবিড় আঁধারে,

আলোক মালা উঠল ফুটে নদীর দু'ধারে ;

নৌকা'পরে আলোক নড়ে,

নদীর জলে রশ্মি পড়ে ;

উঁকি দিয়ে ঢেউগুলি তায় ছুটছে কোথা রে ;—

বুঝি বা কোন্ ঘূর্ণি দিয়ে অতল পাথারে ।

পরাণ আমার কেমন তা'তে হ'ল যে বিকল,

প'ড়ল ঘন শ্বাস, চোখেও প'ড়ল এসে জল !

অমনি ক'রে আমার মনে উঁকি দিয়ে হায়,

কতই হাসি-মুখের ছবি নিমেষে লুকায় ;

কেউ বা ভালবেসেছিল,

মধুর মৃদু হেসেছিল,

কার কাছে বা সে টুকুও হয়নিক' আদায়,

কেউ বা গেছে মানে মানে, কেউ ঠেকেছে দায় ।

বেণু ও বীণা ।



সবার তরেই আজকে আমি হ'য়েছি বিহ্বল ;
উঠছে ঘন শ্বাস, চোখেও প'ড়ছে এসে জল ।

কেউ ডুবেছে অতল জলে, ভেসেছে বা কেউ—
ছুটে আসে কূলের পানে মথিয়া শত ঢেউ ;
কেউ হরষে জলে ভাসে,
কূলের পানে চেয়ে হাসে,
কেউ বা ভাসে চোখের জলে, ত্রাসে মরে কেউ ;
কূলে বসে উদাস মনে কেউ বা গণে ঢেউ,
আজকে আমি সবার তরেই হয়েছি বিহ্বল,
প'ড়ছে ঘন শ্বাস, চোখের শুকায় নাক' জল ।

যে কেউ মোরে ক'রে গেছ স্নেহের অধিকারী,—
নয়ন জলে জানাব আজ আমি সে সবারি ;
জানিয়ে যাব আর' বৈশী,
হয়নি যেথা মেশামেশি,—
ঘটেছিল যেথায় শুধু মিলন নয়নেরি,—
জানিয়ে দেব অশ্রুজলে আমি তাহাদেরি ।
আমি যে আজ সবার তরেই রেখেছি কেবল,
একটা ঘন শ্বাস, চোখের একটি ফোঁটা জল ।



মৎস্ত-গন্ধা ।

দ্বীপে উষা এল কুয়াসায়,—
কোলের মানুষ চেনা দায়,—
চারি ধারে ঘিরি' তা'রে;জলের আক্ৰোশ,
বাহিরে রোষের ছায়া—অন্তরে সন্তোষ ।
হিম রাশি ফণা তুলে ধায়,
মৎস্ত-গন্ধা তরণী ভাসায় ।

তরী চলে ডুবায়ে মৃগাল,
হাতে তার আদ্র কালো জাল ;
দৃঢ় মুঠি—টানে জাল, পড়েনিরে মীন !
হ'য়োনা মলিনা বালা আজি শুভদিন ;—
জালে ধরা দেছে পরাশর !
তরী'পরে সোনার বাসর !

কোথা দিয়ে কাটে দিন রাত,
স্বাধি নাহি মুদে অঁখি পাত ;

বেগু ও বীণা ।



ধীরে ধীরে মিলাইল—কুরাসার ঘর,
কাটায়ে মোহের ঘোর উঠে পরাশর ।

মৎস্ত-গন্ধা—পদ্ম-গন্ধা আজ,
কোলে তার শিশু ‘বাস’ করিছে বিরাজ !

আলোয়া ।

“পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই,
কোথা পা’ব জুড়াবার ঠাই ?
জালার অবধি মোর নাই ।

দিন রাত শুধু হাহাকার,
শ্বাস-বায়ু অনল আমার,
মৃত্যু হ’ল—গেল না বিকার !

জলে মরি নিজের জলায়,
ঘুরি তাই বিজনে জলায়,
মোর পিছে—কেন এস, হায় !

ফিরে যাও পথিক, পথিক,
মাড়ায়োনা কখন’ এ দিক্,
এ পথের নাহি কোন’ ঠিক্ ।

বেণু ও বীণা ।



ধুব-তারা নহি আমি ভাই,
আলোয়ার পোড়া মুখে ছাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই !

শীতল হইবে তনু ব'লে—
মাঝে মাঝে ডুবি গিয়া জলে,
উঠিলে দ্বিগুণ পুনঃ জলে ।

মুখ দিয়া উগারি অনল,
পবন ছড়ায় হলাহল,
ক্ষণকাল—সকলি বিকল ।

আবার যা' ছিল হয় তাই,
শান্তি নাই—যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হ'ত যদি ছাই ।

ভাবিতাম বেঁচে সুখ নাই,
এবে দেখি মরণেও তাই,
পুড়ে মরি—পতি নাহি পাই ।'



সহমরণ ।

‘জিজ্ঞাসি’ছ পোড়া কেন গা’ ?
শুনিবে তা’ ?—শোন তবে মা—
দুখের কথা ব’ল্ব কা’রে বা !

* * * * *

জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে, খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ ;
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে ;
হ’লাম পরের বশ ।
আচারে তার আস্ত হাসি,
—ব’ল্ব কি আর পরকাশি,—
মিটল সকল সাধ ;—
হিঁদুর মেয়ে অনেক ক’রে
শ্রদ্ধা রাখে স্বামীর ’পরে,
তা’তেও বিধির বাদ ।

বেণু ও বীণা ।



বুড়াকালের অত্যাচারে,—
শয্যাশায়ী ক'রলে তা'রে,
জেগেই পোহাই রাত ;
দিন কাটতে' কাটেনা রাত,
মাসেক পরে গেল হঠাৎ,—
নিব্ল জীবন বাতি ।

* * * * *

কতক দুখে, কতক ভয়ে,
শরীর এল অবশ হ'য়ে
ভাঙল স্নুথের হাট ;
থ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চ'লল নিয়ে শবের সাথে,—
যেথায় শ্মশান ঘাট ।

গুঁড়িয়ে শাঁখা, সবাই মিলে,
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজল শতেক শাঁখ ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট,
ধুঁইয়ে উঠে চিতার কাঠ,
উঠল গর্জে ঢাক ।

* * * * *



(২০)

রোমে, রোমে, শিরায়, শিরায়,
জ্বালা ধরে,—প্রাণ বাহিরায়,—

মরি বুঝি ধোঁয়ায় এবার !

আচম্বিতে—চীৎকার রোলে—
চিতা ভেঙে, পড়িলাম জলে,

মাঝি এক নিল নায়ে তার ।

যত লোক করে ‘মার মার’,
আমার ত’ সংজ্ঞা নাই আর ;

যবে ফিরে মেলিলু নয়ান,

দেখি, এক কুটারের মাঝে
সেই মাঝি—আছে বসে কাছে,—

যে মোরে জীবন দেছে দান ।

কয়দিন গেল শুধু কাদি’ ;

শেষে তারে করিলাম ‘সাদি’,

ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ ;

আগুনে গিয়েছে জ’লে রূপ,

তবু ভালবাসে পোড়া মুখ,

স্বখে দুখে দিন কাটে বেশ ।

* * * * *

১

বেণু ও বীণা ।



থেরা দেয় মরদ জোয়ান,
আছে আর' দেড় বিঘা ধান ;
আমি নিজে মিশি বেচি মা,—
গুনিলেত'—পোড়া কেন গা' !'



চিত্রাপিতা ।

কে তুমি মহিমাময়ী, অয়ি চিত্রাপিতা,
ধরিয়াছ বীণা-ছাঁদে শিশুরে আপন ?
কচি মুখ থানি তার, চুলে ভরা মাথা,
দেখাইছ স্নেহভরে ; করিয়া গোপন

নিজ মুখ, মাতার উচিত মহিমায় ;
আকর্ষিতে দৃষ্টি শুধু সন্তানের 'পরে,
নিজরূপ অপ্রকাশ রেখেছ হেলায় ;
জননী তুমিই বটে—বিধাতার বরে ।

দেখা যায় শিরে রক্ষ কবরী তোমার,—
প্রবাসে কি পতি তব ? যুরোপবাসিনী !
পাশে যে কুকুর তব—হায়, সে কাহার ?—
কোথা তিনি ?—সেথা কি যায় না ছবি থানি ?

তাই কি, নয়ন জল করিতে গোপন,—
বসেছ—ফিরায়ে হায় মু'খানি আপন ?

বেণু ও বীণা ।



মমতাজ ।

হে সুন্দরী, অয়ি মমতাজ !

শোন গো তোমার জয়,

শোন সৌন্দর্যের জয়,

বিশ্বময় শুধু ওই আজ !

সৌন্দর্য্য-দেবতা তুমি রানী !

প্রেমের প্রতিমা তুমি,

তোমার সমাধি-ভূমি—

প্রেমিকের চির মৌন বাণী !

সম্রাটের মমতা-পুতলী !

মোমের রচিত দেহ,

ফুলের রচিত গেহ,

ছেড়ে তুমি কোথা গেলে চলি' ?

তোমার তনুর অনুরাগে,

দেখগো, পাথর কিবা

পুঞ্জিত ফুলের শোভা

ধরিয়া, তোমাতে ঘিরি' জাগে !

বেণু ও বীণা ।



সম্রাটের রত্নময়ী তাজ !
ইষ্টদেবী শাজাহাঁর,
দেখিলে না একবার—
কি ধনে মগ্নিত তুমি আজ ?

বেণু ও বীণা ।



যাদুঘর ।

যাদুঘরের কবাট পড়ে,
মায়াদেবীর টনক নড়ে,
যেথায় ছিল যে,—
মায়ার কলে,—নূতন বলে,—
উঠল সে বেচে !

* * * *

মমি ।

পাশ মোড়া দিয়া, ঢাকন ঠেলিয়া,
জাগিয়া উঠিল 'মমি',
মিশরের যত বুড়া যাদুকর
দাঁড়া'ল তাহারে নমি' ।

গুঁড়া হ'য়ে পড়ে পুঁথি, বেশবাস,
গুঁড়া হ'য়ে ঝরে চন্দ্র ;
যত চাহি তত মনে বাড়ে ত্রাস,
তত বাহিরায় ঘন্ম !

বেণু ও বীণা ।



মরেছে হরিণ, হ'ল বহুদিন,
ছিল তবু মৃগনাভি ;—
তিলে তিলে ক্ষ'য়ে মোর গাথা সনে
কুরাইবে—তাই ভাবি ।

আছিল যখন মিশরের দেহে
শক্তি-সতেজ প্রাণ,—
পৃথিবী তখন স্থপতি কলার
পায়নিক' সনধান ।

স্নায়ু ও শিরায়, যবে, হাতে, পা'য়,
ক্ষীণ হ'য়ে এল বল,—
স্থপতি, ভাস্কর, কবি, চিত্রকর,
বাঁচিতে করিল কল !

কূপের সলিল ছড়াইতে মাঠে
শুকায়ে উঠিল কূপ,
পাথরের চাপে মরেছে মানুষ,
পুরী মরু সমরূপ !

বেণু ও বীণা ।



কে দেখিবে ছবি, প্রতিমা, দেউল,
কে শুনিবে আজি গান ?
মরিয়াছে মৃগ তুষায় পাগল,—
বোঝেনি—মরুর ভাগ ।”

পাশ মোড়া দিয়া ঢাকনের তলে
ঘুমায়ে পড়িল ‘মমি’,
কে কোথা লুকা’ল কিছু না বৃষিত
উঠিল যখন নমি’ !

* * * *

যাচুঘরে অন্ধকার !
ঘোরে কত জানোয়ার !
ডাকে কত পাখী,
মাছ কিন্ কিন্, সাপ হিন্ বিন্,
শিলা মেলে অঁাখি ।

* * * *

তা’ সব এড়ায়ে ছাড়ি হাঁফ,
তাড়াতাড়ি—একেবারে নেমে পড়ি, গোটা কুড়ি ধাপ ;
‘মায়ার সহিত
আসি উপনীত—’

যেথায় সাজান’ শুধু পাথরের চাপ ।

• • • •

বেণু ও বীণা ।



যক্ষ-মূর্তি ।

তা'রি মাঝে, দেখিলাম অপরূপ—
পাষাণে খোদিত, এক মনোরম—মদনের যূপ !
মত্ত যক্ষ-রাজ,
মুরজার লাজ—
ভাঙিতে, যতনে এত, তবু সে বিরূপ !

শিশু-কাম দিতেছে বসনে টান,
কুবের সাধিছে ধরি'—‘রতিফল’ করিবারে পান ;
বাধা দিয়া, তায়—
দ্বিগুণ বাড়ায়,
আগুন জ্বলিলে আর নাহি পরিত্রাণ ।

“কণা রাখ—আর ফিরায়োনা মুখ,
এবার—পড়েছ ধরা, স্মৃথে যে দ্বিগুণ দেখি বুক !
স্মৃথে শুধু রোষ,
মন পরিতোষ,
কি যে স্বভাবের দোষ—তবু দিবে ছুখ !”

বেণু ও বীণা ।



কত যুগ অমনি কেটেছে, হায়,
সাধিতে বিরতি নাই, তবু মুখ কভু না ফিরায় !

তবু, পেতে হাত—
কাটে দিন রাত,
মূলে সে হাবাত হ'লে, কি হ'ত উপায় ?

কত যুগ অমনি গিয়েছে চ'লে !
ধরিয়া রয়েছ, তবু, আনিতে পারনি তারে কোলে ;
আর তুমি,—পাশে,—
স্মরিত উল্লাসে,—
স্থির যে র'য়েছ আজ'—সে পাষণা ব'লে ।

বেণু ও বীণা ।



মমির হস্ত ।

(১)

কার দেহে, কোন্ কালে, লগ্ন ছিলে তুমি,—
নীলিমা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, কঙ্কালাগ্র কর ?
তার পর কত গেছে সহস্র বৎসর—
রক্ষা-নেপে লিপ্ত হ'য়ে লভিয়াছ ভূমি ?

কবে সে—কবে সে হায়, গেছে তোরে চুমি',
মানবের সঞ্জীবন তপ্ত ওষ্ঠাধর
শেষ বার ? হায়, কত যুগ যুগান্তর
আগে, শিশুর আগ্রহে স্পর্শিয়াছ তুমি

জননীর বুক ; কত খেলিয়াছ খেলা,—
কত নিধি উৎসাহে ধরিয়া ফেলে দেছ,—
প্রথম যৌবনে কত করিয়াছ লীলা ;
নব রক্তোচ্ছ্বাসে সাজি, কতই খেলেছ—

লয়ে নিজ কেশ, বেশ, নয়ন, অধর
আজ অস্থিসার—তব মুগ্ধ এ অন্তর !

বেণু ও বীণা ।



(২)

রাজদণ্ড হয় ত' গো ধরিয়াছ তুমি,
আজ তুমি কাচ পাত্রে কৌতুক-আগারে !
আজ গ্রাহ কেহ নাহি করে গো তোমারে,
দিন ছিল, হয় ত' কৃতার্থ হ'ত চুমি' ।

জনমিয়া ছুঁয়েছিলে কোথাকার ভূমি,
আজ তুমি কোথা, হায়, কোন্ দূর দেশে !
আজ ভালবেসে তোমা' কেহ না পরশে,
প্রহতত্ত্বজের এবে ক্রীড়নক তুমি ।

ওই তুমি—চিন্তাজ্বর করেছ মোচন,—
গোপন করেছ হাসি, মুছেছ নয়ন ;
ওই তুমি—হয় ত' গো করেছ রচন
ফুলহার,—কার' তরে কুসুম শয়ন !

দেহচ্যুত, অবজ্ঞাত, হায়রে উদাসী.
ভালবাসা চাহ যদি—আমি ভালবাসি !

বেণু ও বীণা ।



ডাক টিকিট ।

ডাক টিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
বদি তা' পুরাণ হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;—
তা' সবে পরশি' যেন হাতে পাই ধরা !

বৃন্দরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হ'তে,—
মিশর, সূদান, চীন, পারস্ত, জাপান,
তুর্কী, রুশ, ফ্রান্স, গ্রীস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তাঁরা কত মত যান !

কেহ আঁকিয়াছে বৃকে—নব সূর্য্যোদয়,
শান্তি দেবী—কার' বৃকে—তুষার পর্ব্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কার' বৃকে রাজা, কার' মানব মহত ;—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ভ্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য্য, সূর্য্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,

বেণু ও বীণা ।



ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,
দেবদূত, অর্দ্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাগ !

কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা !
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি !
নায়েগ্রা-গর্জ্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কত গুলি !

কেহ বা এনেছে কার' কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন !
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ ;
কেহ অনাদৃত, কার' আদৃত জীবন !

সকল গুলিই আমি ভালবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাই !

বেণু ও বীণা ।



উল্কা ।

তিমিরের মসীলেপ নিমেষে ঘুচায়
বিশ্বচিত্রপট হ'তে,—পরিস্ফুট করি'
প্রত্যেক পল্লবে, শাখে, তৃণে, জলাশয়ে,
দেউলে, প্রাসাদে, পথে,—ফুটাইয়া, মরি,

ভূজপাশে বন্ধ সহচরে,—চকিতের মত,
জ্যোৎস্না-খণ্ড-রূপে হায়, চকিতে আবার
কোথায় ডুবিলে উল্কা ? তারা লক্ষ শত
মুদিল নয়ন, হেরি এ দশা তোমার ।

কোথা ছিলে ? কোথা এবে চলিয়াছ, হায় !
সূর্য্যতেজে পুড়িতে কি পড়িতে ভূমিতে ?
অথবা, অনন্ত কাল অভিশপ্ত প্রায়—
অনন্ত অতলে শুধু রহিবে নামিতে ?

ছিলে কি জীবের ধাত্রী পৃথিবীর মত ?
কিন্মা চির বন্ধ্যা, শুধু, ধ্বংস তোর ব্রত !

স্বর্ণ-গোধা ।

স্বর্ণ জিনি বর্ণ তোর, নয়ন-রঞ্জন,
স্বর্ণ-গোধা ! ভ্রম হয় স্বর্ণময় ব'লে,—
তনু তোর । ঘণ্য কিন্তু তোর পরশন ;
নাহি জানি কালকেতু ভুলিল কি ছলে ।

সেকি তোরে ভেবেছিল খণ্ড সূবর্ণের ?
দ্রাব্যিত তাই বুঝি গেছিল কুড়াতে ?
শেষে নিজ ভ্রান্তি বুঝে—মন্ডরে পর্ণের—
তীরে বিঁধে এনেছিল অনলে পোড়াতে ।

স্থির তুমি থাক যবে, উজ্জল বরণ !
প্রীতি লভে বিমুক্ত নয়ন ; কিন্তু হায়
অঙ্গভঙ্গী আরম্ভিলে—আপনি নয়ন
ঘণা ভরে মুদে যায়, ফিরে নাহি চায় ।

জড়মতি রূপসীর অপরূপ হাসি,—
মন হ'তে যেমন মমতা দেয় নাশি ।

বেণু ও বীণা ।



প্রবাল-দ্বীপ ।

তিমিরে, তিমির অস্ত্রি যেথা হয় শিলা,
ছিদ্রময় স্পঞ্জ-পুষ্প যেথায় বিকাশ,
সেই সাগরের তলে, সুখে করে বাস—
প্রবাল-দম্পতী এক ;—নিত্য নব নীলা !

দিনে দিনে প্রবালের বাড়ে পরিবার,
কেহ জীয়ে, কেহ মরে—রাখিয়া কঙ্কাল,
পঞ্জরের বাড়ে স্তূপ, যত যায় কাল ;
অজ্ঞাতে পূরণ করে ইচ্ছা বিধাতার ।

স্তূপীকৃত যুগান্তের প্রবাল-পঞ্জর—
কোটি কোটি প্রাণ-পাতে হ'য়ে সংগঠিত,
কোটি হৃদয়ের রক্তে হ'য়ে সুরঞ্জিত,—
একদিন তুলে শির সিন্ধুর উপর !

পলি পড়ে, শঙ্খ চরে, জাগে নব দ্বীপ,
ধৈর্যশীল প্রবালের যশের প্রদীপ !



আগ্নেয় দ্বীপ ।

পার্শ্বে তা'রি,—সাগরের গূঢ় তলভূমে,
আচম্বিতে সমুখিত মহামন্দরব,
আচম্বিতে মাটি ফাটি', পর্বত ভৈরব
তুলে শির ; স্তব্ধ উন্মি ভয়ে তা'রে নমে ।

আগ্নেয় উৎপাতে ত্রস্ত জল-জন্তু-দল,—
কাল ক্রমে পুনঃ যবে হইল নির্ভয়,—
খামিল কম্পন, দূরে গেল তাপ চর,
দেশান্তের পান্থ পাখী করি' কোলাহল—

উড়ে গেল ;—পড়ে গেল চঞ্চু হ'তে তা'র
বিস্ময়ে—শস্ত্রের শীঘ্র অভিনব দ্বীপে ;
শ্রামল হ'ল সে কালে জীবের আগার,
দাঁড়াইল মোন মুখে বিধাতা সমীপে ।

একে ধৈর্য্য অলৌকিক ! অগ্নে তেজোবল !
তপস্তার—প্রতিভার—পরিপূর্ণ ফল ।

বেণু ও বীণা ।

(৫)

মূল ও ফুল ।

ফুল—শুধু দেখাইতে চায়
আপনারে রৌদ্রে জোছনায় ;
সমীরে করিতে চায় খেলা,
সারা বেলা রঙ্গ করে মেলা ।
অলি বলে দাঁড়া’ ওলো যুঁই ।
এই ছুঁই—এই তোরে ছুঁই ।”
ফুল বলে “ভুলেছি হাওয়ায়—
আয় অলি এই বারে আয় ।”
পাতা পরে মাথা বায় ঠুকে,
অলি সে পলায় অধোমুখে !

মূল—শুধু লুকাইতে চায়
অন্ধকারে মাটির তলায় ;
খেলাধুলা গিয়েছে সে ভুলে,
কখন বা দেখে মাথা তুলে ?
কাজ—কাজ—জানে শুধু কাজ,
কাল যথা তেমনি সে আজ ।

বেণু ও বীণা ।



মাটি হ'তে শোষে শুধু রস,—
পাতা ফুল রাখে সে সরস,
কাজ সদা—নাহিক কামাই,
ফুল দল—বেঁচে আছে তাই ।

ফুল সে রাজার মত থাকে,
মূল সে চাষার মত পাকে !
মাঝে, শাখা পাতার সমাজ,—
গন্ধ, রস, ভঞ্জে তিন সঁঝ ।
ফুলহীন মূল কত আছে,
মূলহীন ফুল কই বাচে ?
ফুল ঝরে—ফুটে পুনরায়,
মূল গেলে সকলি ফুরায় ।
ফুল তব উচুতেই থাকে !
মূল সে চাষার মত পাকে !

বেণু ও বীণা ।



ঝড় ও চারাগাছ ।

ঝড় বলে “উড়ে গেল বড় বড় গাছ,—
এখন’ আছি’ ? আয়, উপাড়িব তোরে ।”
“থাক্, থাক্” বলে চারা “না-না থাক্ আজ,”
না শুনিয়া কথা, তারে, ঝড় ধরে জোরে ।

পাড়ে ভূমি পরে আহা ; একি ! অকস্মাৎ
উঠে চারা, মল্ল সম আক্ষালি’ পল্লব,—
রক্তবীজ যুঝে যেন আপনি সাক্ষাৎ,—
নুয়ে পড়ে ভুঁয়ে, তবু, যুঝে অসম্ভব ।

হর্ষে রবি ঢালে শিরে সোনার কিরণ,
শ্রান্তি বিদূরিতে মেঘ হর্ষে ঢালে জল,
বৃষ্টি জলে রোদ্রে মিলে—হীরকে হিরণ,
ঝলমল তিন লোক,—হাসে পরীদল ।

লজ্জায়, পলায় রড়ে, ঝড় দেশ ছেড়ে,
ত্রিলোকের আশীর্বাদে চারা উঠে বেড়ে ।



জীবন-বন্যা ।

শান্তি মগন নৈশ গগনে
একি নব উচ্ছ্বাস !
স্পন্দিত করি' লক্ষ তারকা
জাগিছে রশ্মি-ভাস্ !
বঙ্গসাগরে করি' আজি স্নান,
গাহিছে সমীর প্রভাতেরি গান,
জুড়ায় নয়ান, জুড়ায় পরাণ,
হাস্রে জগৎ হাস্ !
টুটেছে তন্দ্রা, গিয়েছে স্বপন,
ওই শোন শোন কল আলাপন,
উঠিবে অচিরে উজল তপন,
নাহিরে নাহি তরাস ।
উকি দিয়ে হাসে ত্রিদিব-কণ্ঠা,
বাধ ভেঙে আসে কিরণ-বন্যা,
শ্রোতে ফুল পারা ভাসে ডুবে তারা,
নয়ন মেলে আকাশ ।

বেণু ও বীণা ।



যুগ যুগ ধরি' তামসীর মাঝে—
নিষ্ফল অঁখি মেলিয়াছিল যে,—
নিশা শেষে দিশা লভিল, সে আজ
লভি' নব আশ্বাস ।

নাহি ভয় আর নাহি শোক চিতে,
নিদ্রার শেষে নব শক্তিতে—
মানবের হাটে ছুটেছে বাঙালী
ধরি' নব অভিলাষ ।

কে রোধিতে পারে পথ আজি তার ?
কে বাধিতে পারে নিরুদ্বাধ ?
ক্ষুদ্র বামন চরণ ছায়ার
ত্রিলোক করিবে গ্রাস ।

* * * * *

বাজা ও শঙ্খ, বাজা ও বিঘাণ,
মুক্ত গগনে উড়া ও নিশান,
(আজি) কিরণে, তপনে, পবনে জীবনে,
অভিনব উল্লাস !

কোন্ দেশে ।

(বাড়িলের স্বর)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—

সকল দেশের চাইতে শ্রামল ?

কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই—

দ'লতে হয় রে দূর্বা কোমল ?

কোথায় ফলে সোণার ফসল,—

সোণার কমল ফোটে রে ?

সে আমাদের বাংলাদেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোরেন শ্রামা—

ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?

কোথায় জলে মরাল চলে—

মরালী তার পাছে পাছে ?

বাবুই কোথা বাসা বোনে—

চাতক বারি যাচে রে ?

সে আমাদের বাংলাদেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

বেণু ও বীণা ।



কোন ভাষা মরমে পশি'—

আকুল করি' তোলে প্রাণ ?

কোথায় গেলে শুনতে পা'ব —

বাউল সুরে মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—

কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?

সে আমাদের বাংলাদেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

কোন দেশের দুর্দশায় মোরা —

সবার অধিক পাউ রে দুখ ?

কোন দেশের গোরবের কথায়—

বেড়ে উঠে মোদের বুক ?

মোদের পিতৃপিতামহের—

চরণ ধলি কোথা রে ?

সে আমাদের বাংলা দেশ,

আমাদেরি বাংলা রে !

হেমচন্দ্র ।

বঙ্গের দুখের কথা, সদা করি গান,
দুখের জীবন তব হ'ল অবসান,—
হে কবীন্দ্র ! হেমচন্দ্র ! চলে তুমি গেলে,—
সে কি গাহিবারে গান দেবসভা তলে ?
বাসবের সভাতলে কি গাহি'ছ গান ?—
ভারত-ভিক্ষার কথা ? কিম্বা ভিন্ন তান,—
গাহি'ছ,—কেমনে বাস করিল পাতালে
দুব'ন্ত বৃত্তের ত্রাসে, বাসব সদলে,
পরাজিত অধোমুখ ; বণিতে তাদের—
গাহিতে গাহিতে হায়-- চাহি'ছ কি ফের
অতি নিম্নে-- পরাজিত ভারতের পানে ?
--তোমার সে মাতৃভূমি--সুধা যা'র স্তনে,—
ত'ার কথা স্মরি' কি ঝরি'ছে আঁখি জল ?
জিজ্ঞাসে কি অশ্রুর কারণ দেবদল ?
কি বলিবে, হায় কবি, কি দিবে উত্তর ?
অন্তর্যামী জানি'ছেন তোমার অন্তর ।

বেণু ও বীণা ।



দুর্যোগ ।

কি যেন মলিন ধূমে, কি যেন অলস ঘূমে,
আকাশ রয়েছে ঢাকা, সব একাকার ;
ছায়া-শ্রান তরু শির, প্লাবিত তটিনী তীর,
বিরাম বিশ্রাম আর নাহি বরষার !

উষার কনক হাসি, আর না জাগায় আসি'
হৃদয়ে উদ্দাম আশা, আনন্দ অপার ;
এখন নিশির শেষে, রুগ্ন বালিকার বেশে—
জীবন জাগায় এসে—মরণ সাকার !

তাপহীন, দীপ্তিহীন, এমনি চলেছে দিন ;—
বঙ্গের এ দুর্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে না রে, এ অঁাখি শুকাবে না রে ;
ঘুটিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ । '

বেণু ও বীণা ।



কত দিন আলো নাই, ভুলে যেন গেছি তাই,
কে বলিবে ছিল কি না ?—মূকের স্বপন ;
কবে নাকি, স্বর্ণ ছবি, পূরবে গৌরব রবি
উঠেছিল একবার, হয়গো স্মরণ ।

কিরণ পরশে তা'র দেশে এল হর্ষভার,
সে দিন প্রথম, বুঝি, সেই দিনই শেষ ;
এসে ছিল পথ ভুলে, তাই ত্বর গেল চলে,
প্রভাত সে না পোহাতে শূন্য হ'ল দেশ !

প্রিয়জন উপহার— শুকাইলে ফুলহার,—
তবু কি ফেলিতে তা'রে পারে কোন' জন ?
গেছে বর্ণ, গন্ধ যত, কর্কশ কাঁটার মত,—
তবু সে যে প্রিয় স্মৃতি, যতনের ধন ।

তাই—পূর্ণ অনুরাগে, আজিও হৃদয়ে জাগে
সে কাহিনী, মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা খেলে ;
জানি সে বিফল, হায়, নাহি প্রাণ শূন্য কায়,
আগুনের গুণ কিগো ভস্মে কভু মেলে ?

বেণু ও বীণা ।



এল গেল নিশি দিন, মলিন, লাবণ্যহীন,
এ বরষা ফুরা'লনা, শুকা'লনা জল ;
আকাশ, পৃথিবী নাই. দাড়াবার নাহি ঠাই,
প্লাবনে হয়েছে এক অকূল অতল !

আমরা ডুবিয়া আছি, মরেছি কি বেঁচে আছি
জানিনা, প্রকৃতি মাগে, ডেকে নে জুড়াই ;
দক্ষিণ দ্বার খুলে ডুবাও গো সিন্ধুজলে,
হয়েছি পরের বোঝা—ঘরের বালাই ।

সেথা নাহি ভেদাভেদ, নাহি মা মনের ক্রন্দ,
ঢেকে দে বঙ্গের মুখ, বেঁচে কাজ নাই ;
অবাধ অনন্ত জল, নাহি তীর, নাহি তল,
মুক্ত পথে ছুটে যা'ব,—দে না মাগো তাই ।

তা' যদি দিবি না, তবে, দেখাস্নি ও বিভবে,—
শরতের শুভ্র হাসি, বসন্ত-বিলাস ;
যাহারে সাজে, না, হাসি, তাহারে দেখাস্ আসি—
বিচিত্র বরণে আঁকা তোর 'বার মাস' ।

বেণু ও বীণা ।



যা'রা জগতের কাছে নতশির হ'য়ে আছে,
জগতের কোন' কাজে নাহি যা'র যোগ ;
হৃদয়ে নাহিক বল, জীবনে তা'র কি ফল ?—
আলোকে পুলকে তা'র শুধু কস্মভোগ ।

দিস্ না, মা, নাহি চাই, আমাদের কাজ নাই—
হৃদয়-মাতান' তোর নব রবিকর ;
থাক্ এই অন্ধকার, মলিনতা বরষার,
ক্ষুদ্র মোরা, তুচ্ছ মোরা, জগতের পর ।

বরষার নিবিড়তা দিক্ প্রাণে আকুলতা,
আপনা চিনিব তবু, আপনা চাহিয়া ;
সৌন্দর্য্য নিবিয়া যাক্, ধরণী ডুবিয়া থাক্,
আপন দারিদ্র্য শুধু উঠুক্ ফুটিয়া ।

অন্তহীন অবসাদ, দিক্ প্রাণে নব সাধ,—
যেতে জগতের কাজে উৎসাহ দ্বিগুণ ;
আয় বরষার ধারা, আয় গো আঁধারি' ধরা,
কালিমা ঢেলে দে, হৃদে—জ্বলে দে আগুন !

আশ্বিন ১৩০৭ সাল ।

১

বেণু ও বীণা ।



বঙ্গ জননী ।

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল নয়ন যুগল জল ভরে প'ড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি' ?
কে মা তুই কে মা শ্রামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?
মা তোর ক্ষেতের ধাতুরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুখা গরল হ'য়ে ফিরে আসে মোদের পাশে,
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্নবসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !
বল্ মা শ্রামা, সুখাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙবে না কি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার কপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্তি ধর—শ্রামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !



‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’

বঙ্গভূমি ! কেন মাগো হইলে উর্ধ্বরা ?
তাই, মা, নয়ন বারি ফুরা’ল না তোরা ;
স্বর্গ হ’তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই ? দেখা’য়ে দে ত্বর।

বল্ মোরে, কোন্ হেতু, স্পৃহ আজি তারা ?
অথবা, মগন কোন’ তপস্রায় ঘোর ?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হ’বে ভোর ?
কবে, মা, ঘুচিবে তোরা নয়নের ধারা ?

অশুরে ঘিরেছে, হায়, কল্ল-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে ঢুহি’ছে !
আজি হ’তে অশ্বষি’ ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র ?—ব’লে দেগো, কাঁদিস্নে মিছে ।

সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গ’ড়ে দিবে অসি ;
অয়ি বঙ্গ ! অয়ি স্বর্গ ! অয়ি গরীয়সী !

আষাঢ় ১৩০০ সাল ।

বেণু ও বীণা ।



আশার কথা ।

জননী গো—আজি ফিরে,—
জাগিতেছে তব সন্তান সব
গঙ্গার উভতীরে !

বাড়িতেছে তব কুটীরে,
লালিত তোমারি রুধিরে,
সন্তান কোটি কোটি গো,
দৃঢ় উন্নত শিরে !
আর নহে কেহ অসুখী,
জননীর ভার শিরে আপনার
তুলিয়া লয়েছে বাম্বুকী,—
শত সহস্র শিরে !

উজ্জ্বল হাসি আননে,
ফোণী বাজিতেছে সিন্ধুর তীরে,
কক্করী বাজে কাননে ;
নব সঙ্গীত গাহিছে,
নূতন তরণী বাহিছে,

বেণু ও বীণা ।



পরাণ নূতন চাহিছে,—
বিশ্ব-বিহারী নূতনে !
দখিণে গেছে অগস্ত্য,
পশ্চিমে গেছে ভার্গব, যেথা
সূর্য্য না জানে অন্ত !
গেছে রঘু প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
বিশ্ব ছেয়েছে দলে, দলে, দলে,—
ভিক্ষু, শ্রমণ, বোধীশে ;—
দীপ্তি বহি' তিমিরে !

ধনপতি সে শ্রীমন্ত,—
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ,—
কীর্ত্তি-কথা অনন্ত !
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সিদ্ধ,
বীর্য্যে—উদার, স্নিগ্ধ,
আচারে জগৎ মুগ্ধ,
সেবায় নহেক' ক্লান্ত ;—
এ হেন সন্তান, আজ,
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,—
“ ঘুচায়ে দুখ, ভয়, লাজ ?

বেণু ও বীণা



তোমারি মন্ত্র-ভাষা গো,—
পূত, সুললিত, সঙ্গীত জিনি’
সে—মানস পরকাশা গো ;—
জাগিছে আজি সে ফিরে !

সপ্ত সাগর তীরে,—
তোমার সপ্ত কোটি সন্তান
শত কোটি হ’বে ধীরে !
(মোরা) নৌকা ভরেছি পণ্যে,
(তুমি) আশিষ’ দৃক-ধাত্রে,
জননী ! তোমারি পুণ্যে—
(মোরা) সকলি পাইব ফিরে ।
নৌকা—ছুটেছে অধীরে !
সাত ডিঙা ধন কোন্ প্রয়োজন ?
ঘিরিয়া ফেলিব মইরে ;
অচিরে—কিন্মা ধীরে !



দ্বিতীয় চন্দ্রমা ।

স্বপনে দেখিছু রাতে, তে ভারত-ভূমি,
সাগর-বেষ্টিতা অয়ি মর্ত্যের চন্দ্রমা,
কুহকী নিদ্রার বশে সংজ্ঞাহীন আমি,—
শুনিলু মহিমা তব অয়ি বিশ্বরমা !

দেখিলাম, মহাকর্শ্ম সাগরের তলে,
বলিছেন মন্দভামে নাগদলে ডাকি’,
“থলে দে বন্ধন যত, শিরে ধর তুলে,
অপূর্ব এ ভূমি, আয় দেবলোকে রাখি ।

পৃথিবীর গন্ধ নাই—নিষ্কাম ভারত !
ধর্মের ভবন চির ! দেব যোগ্য দেশ !
ধন্য বিভা পৃথিবীরে দিয়েছ নিয়ত,
এবে চন্দ্র সনে প্রভা বিতর অশেষ ।”

সহসা দেখিছু, মুক্ত কপোতের মত
উঠিলে অশ্বরে, তুমি, দ্বিতীয় চন্দ্রমা !
চির জ্যোৎস্না হ’ল ধরা, চির আলোকিত ;
অতল যুগল-চন্দ্র—অপূর্ব সুখমা !

বেণু ও বীণা ।



ধর্মঘট ।

বাদলরাম হাল্ ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখতেও ঠিক পালোয়ান ।
মোটী রকম বুদ্ধিটা, তার
কণ্ঠস্বর ও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্কে স্বীকার,—
কর্কেই তা স্মৃনিচয় ।
ছ' ছ' দিনের ধর্মঘটে
বিকিয়েছে সর্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও গাড়ী যোতেনি আর !
হোথায় বত সওদাগরে
কামড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সপরিবারে
শুকায়, ঘরে নাইক ভাত ।

বেণু ও বীণা ।



হপ্তা গেল ; পত্নী তাহার
 ছ'দিন আছে উপবাসে,
যুত্বে গাড়ী ব'ল্বে গিয়ে,
 শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে ।
শিশুটি তা'র ব্যাপার দেখে
 কাঁদতে যেন গেছে ভুলে,
শান্তমুখী মেয়েটি আজ
 ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে ।
ছেলে মেয়ের কষ্টে সে যে
 মোটাই ছিল নাক' স্মৃতি,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
 তার সে বিষম কাল মুখে ;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
 অদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘণা, বিষম জ্বালা,
 সবার উপর—অটল পণ !
ধনীর ধনের উপরে যে
 পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে বোঝে
 নয় সে তবু ক্ষুদ্র প্রাণ ।

বেণু ও বীণা ।



বাদলরাম !

বাদলরাম !

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান !

বাদলরাম !

বাদলরাম !

দেখতে শুন্তে পালোয়ান !

সূক্ষ্ম নহে

বুদ্ধিটা তার,

কণ্ঠস্বর ও মিষ্ট নয় ;

কিন্তু যে কাজ

করবে স্বীকার,—

করবে সে তা' সুনিশ্চয় ।



পথে ।

আমার ধূলায়—এত ঘণা ;—
আর তুই ধূলা মেখে, গাড়ী খান্ পথে দেখে,
ধরিলি আমারে এসে কিনা !

আশ্রয় লইলি মোর কোলে,
ওরে, তোর নাহি ভয়, ভয়ের এ ঠাঁই নয়,
ধূলা দেছ,—মারিব তা' ব'লে ?

শোন্ ওরে পথের বালক,
দূরে চলে গেছে গাড়ী, এই বেলা তাড়াতাড়ি
বাড়ী যা' রে, থাকিতে আলোক ।

চলে গেছে, যাক্—বাচা গেল ;
আশ্রয় দিলাম তা'রে, সে বেশ ধুতির 'পরে—
চিহ্ন এক রেখে গেল কাল !

সত্য কথা বলিতে কি ভাই,
ধূলা দেখে হ'ল রোষ ; কিন্তু তা'র—কিবা দোষ ?
পথই তা'র খেলিবার ঠাঁই ।

বেণু ও বীণা



দরিদ্রের শিশু সে যে হায়,
কোথায় আঙিনা তা'র নাচিবার—খেলিবার ?
পথে খেলে, ধূলা মাখি' গায় ।

বিশ্বগ্রাসী, ওগো, ধনী দল !
দরিদ্রের সকলি ত'— করিয়াছ কবলিত,
পথ মাত্র আছিল সম্বল.—

ছেলেদের খেলিবার স্থান ;
তা'ও সহিল না আর, তা'ও কর অধিকার ?
গাড়ী, ঘোড়া, আনি নানা যান !

বিভীষিকা দেখায়ে এ সব—
ইচ্ছা কি দরিদ্র দলে, পাঠাইতে রসাতলে ?—
ধনহীন—নহে কি মানব ?



অন্ধ শিশু ।

শীর্ণ দেহ, শুষ্ক তার মুখ,
দৃষ্টিহীন—শিশু এতটুক ;
জন্মেছে সে ভিখারীর ঘরে,
জীবন বহি'ছে অনাদরে ।
পিতা মাতা কেহ নাই—কেহ নাই তা'র,
সে এখন অপরের সত্য ভিক্ষার ।

অন্ধের দুখের নাই শেষ,
গ্রীষ্মে শীতে একই তার বেশ,—
একই ভাবে সকাল বিকাল,
পথে বসি' কাটায় সে কাল ;
কেহ বা দাঁলিয়া যায়,---কেহ বলে 'আহা',
বাথিতের দুঃখ, হার, কে বুঝিবে তাহা !
না জেনে সে বসিল ফিরিয়া,
পথ পানে পিছন করিয়া ;—
না জেনে প্রাচীর-পাদ-মূলে,
হাত খানি পাতিল সে ভুলে !
নিষ্ঠুর নগরী ওরে, বিদ্রোহের ছলে,
মনে হয়, বিধি তোরে ভংগিলা কোশলে !

বেণু ও বীণা ।



অবগুষ্ঠিতা ভিখারিণী ।

ওরে বধূ, গ্রামা-পথ-শোভা,

আজি কেন নগরীর মাঝে ?

রুমকের গৃহলক্ষ্মী তুই,

বল্ আজি হেথা কোন্ কাজে ?

তুই কি বিধবা নিরাশ্রয়া ?

স্বামীর স্মিরিতি, শিশুটিরে

বাঁচাইতে, তাজি' লজ্জা ভয়—

এসেছি' গ্রামের বাহিরে ?

অথবা এ কি রে অভাগিনী

কলঙ্কের নিশানা তোমার ?

—ভেবেছিলে বালাই যাহারে,

সাস্থনা সে আজি নিরাশার ।

কেন বাছা এনেছি' শিশুরে ভিক্ষায় ?—

কাঁদে ছেলে,—নিয়ে যা',—নিয়ে যা' ;—

জাননা ?—ভিক্ষায় তুমি এনেছ যাহারে,

পিতা তা'র নিখিলের রাজা !

বেণু ও বীণা ।



সরম-সঙ্কোচে, তার

সর্ব দোষ ঘোচে ;

কুজারে ঘিরিয়া, ফুল—

ফোটে গোছে গোছে !

সরমে—সঙ্কোচে ।



‘কুস্বানাদপি’

স্বাগত, স্বাগত, বারাজনা !
তুমি কর ভাব-উপদেশ ;
সোনা সে সকল ঠাই সোনা,
যাই হ’ক পাত্র, কাল, দেশ ।

পীড়া পেলে পথের কুকুর,
হও তুমি কাঁদিয়া বিব্রত ;—
বাথা তা’র করিবারে দূর,
প্রাণ ঢেলে সেবি’ছ নিয়ত !

উঠিছে সে শ্বসিয়া, শ্বসিয়া,
উদ্ধমুখ উদ্গত নয়ন ;
শ্বসিয়া—শ্বসিয়া পড়ে হিয়া—
তোমার’ যে তাহারি মতন ।

হাসে লোক কান্না তো’র দেখে,
শ্লথ-দৃষ্টি—উত্তর তাহার !
এত দিন কিসে ছিল ঢেকে—
এ হৃদয়—উৎস মমতার ?

বেণু ও বীণা ।



দেখি' তোর ভাব আজিকার—
আনন্দাশ্রু এল চক্ষু ভরৈ,
বুদ্ধ—তুমি—খ্রীষ্ট-অবতার,—
দিনেকের—ক্ষণেকের' তরে !



বন্যায় ।

বন্যায় গিয়েছে দেশ ভেসে ।

বনম্পতি,—পাখী দলে, নিশীথে, জাগায়ে বলে,—

“প্রাণ বাচা’—পালা’ অন্য দেশে ।

রক্ষা নাই আমার এবার,

এবার আসিলে হানা, আর আমি টিকিব না,

দেরি তোরা করিস্নে আর ।”

দেখিতে দেখিতে এল হানা,

বনম্পতি,—গঙ্গাজলে, ছিন্ন মূল,—ভেসে চলে,

তবু তা’রে পাখীরা ছাড়ে না ।

“এখন’ যা” বলে’ বনম্পতি ;

পাখী বলে’ “পুণ্য ম’লে— ভেসেছি গঙ্গার জলে ;”

সুজনের এই ত’ পীরিতি ।

বেণু ও বীণা ।



দেবীর সিন্দূর ।

সারারাত, আহতের মত,
শোকাহত আচার্য্য ভাস্কর,—
নিদ্রাগত—শয্যা বিলুপ্তিত,
তবু বাথা জাগে নিরন্তর ।

অকস্মাৎ আসিল চৈতন,
বক্ষ হ'তে নামেনি বেদনা ;
শ্বাস যেন পূর্বের মতন
সহজে করে না আনাগোনা ।

“আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,
ঘরে ঘরে বাঁধ বাজে নানা ;
সধবারা সাজিতেছে সব,
বিধবা নীলার তাহে মানা ৷

বেণু ও বীণা ।

আছে লীলা বীজাক্ষ চর্চায়,
মন যেন শান্তির নিবাস ;
সে ধৈর্য্য জানিনা কেন, হায়,
মোর মনে জাগায় তরাস ।

মর্দিমতী শান্তি, যা আমার,
কোন' কথা নাহি তা'র মুখে ;
তব, তা'র মুখ-চাওয়া ভার,
শেল সম বাজে মোর বৃকে ।

লীলাবতী—সন্ন্যাসিনী বেশে—
করিতেছে দীর্ঘ উপবাস,
পিতা আমি, দেখিতেছি ব'সে,
চোখের উপরে বারমাস !

ডাকি' লহ মোরে যমরাজ !
ডাকি' লহ কণ্ঠা পতিহীনা ;
পিতা হ'য়ে করিতেছি আজ,
সন্তানের মরণ কামনা !

বেণু ও বীণা ।



আজি দেশে দেবী-মহোৎসব,—
এ উৎসব সকল হিন্দুর ;
সধবারা চলিয়াছে সব,
পরিবারে' দেবীর সিন্দূর ;—

ব্রাহ্মণী ! এদিকে এস, শোন,
এখনি করিয়া দাও দূর—
মূৰ্খ—যত দেবল ব্রাহ্মণ.
পর' নাক' দেবীর সিন্দূর ।”



শিশুর স্বপ্নাশ্রু ।

দোলায় শুয়ে ঘুমায় শিশু মায়ের কোলের মত,
মায়ের নয়ন নিয়েছে আজ জাগরণের ব্রত !
পল বিপলে, সকাল সাঁঝে, পাঁচটি মাসের স্নেহ,
হৃদয়টি তা'র ছাপিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দেছে গেহ ।
হায় কিশোরী ! নূতন খেলা—মানুষ পুতুল নিয়ে,—
প্রদীপ করে, পলক হারা, তাই কি আছিন্ চেয়ে ?
ঘুমায় শিশু, পল্লী ঘুমায়, ঘুমে জগৎ ছায়,
কাজল-কাল চোখের কোণে ঈষৎ হাসি ভায় !
হঠাৎ, কেন চোখ দু'টি তা'র, ছল্ছলিয়ে আসে,
ঘুমের ঘোরে, শিশুর চোখে, কোন্‌ দুখে জল ভাসে ?
ঝিনুক বাগীর ঝন্ঝনা কি নিদ্রা ঘোরে ও শোনে ?
তাই কি কাঁপে ঠোঁট দু'টি তা'র—অশ্রু চোখের কোণে ?
ভয় যে আজ' শেথেনিক' মান অপমান নাই,—
কি বেদনায়. ঘুমের ঘোরে, তা'র চোখে জল ভাই ?
শিশুর স্বপন—তা'ও কি নহে স্মৃথের ভগবান ?
বিভীষিকার বিষম ছায়া তাতেও বিরাজমান ?

বেণু ও বীণা ।



অশ্রুব ।

থটের ধারে, বাতাসে তলতল,
দেখেছিলাম একটি ছোট ফুল,—
রবির আলোর আল্লাদে আকুল !

চটুল চোখে তারার মত চান্স,
হাত-লোভান,' নন-মজান' তা'র,
থটের ধারে ছুটেছিলাম, হায় ।

কত চড়াই, কত না উত্থাই,
তবুও তা'র নাগাল নাহি পাই,
ছিন্ন আঙুল, আকুল চোখে চাই ;

এই সে দেখি, যায় না দেখা আর,—
ওই সে পুনঃ, এমনি বারে বার,
এমনি ক'রে কাছে গেলাম তা'র ।

খাড়া পাহাড়,— ফাটলে তা'র ফুল,
শিলার ফাঁকে বাধিয়ে দে' আঙুল,—
বাড়াই বাহু—আবেগ সমাকুল ।

বেগু ও বীণা ।



হঠাৎ—বায়ু বইল বুরুবুরু,
হৃদয় তলে বিষম গুরুগুরু,
নিখিল যেন ঢল্ছে তরুতরু !
গাছ দেখিনে, শুধু গাছের মূল,—
সাপের মত ঝুলিয়ে দে লাস্কুল—
গিরির গায়ে ঘুমেই ঢুলুঢুল ।
শুইয়া পড়ি—ঝুঁকিয়া পড়ি ধীরে,
পাইনে নাগাল,—রক্ত নামে শিরে,
নিম্নে তিমির, শিলায় দেহ চিরে ।
এবার বুঝি ঠেকলরে আঙুল !
হঠাৎ—একি !—প'ড়ল থসে ফুল,—
থটের তলে, বাতাসে ঢল্ঢল ।

বেণু ও বীণা ।



স্থলিত পল্লব ।

আহ্লাদে বনানী সাজে মুকুলে পল্লবে,

বসন্তের সারঙ্গের রবে !

নিবিড় শীতল ছায়,

রাখালেরা ঘুম যায়,

পাখী গায় মৃদু কলরবে ;

গাছে গাছে কিশলয়,

নূতনের গাহে জয়,

মৃত্যু জরা পাশরিয়া সবে ।

অকস্মাৎ ক্ষুধ করি' পল্লবের হৃদ,—

ক্ষুধ করি' বসন্ত-সম্পদ,—

স্তব্ধ করি' কলরব,—

পল্লবের জীর্ণ শব

লভিলরে নির্ঝাণের পদ ।

কে জানিত শোভা মাঝে,

মরণের পাংশু সাজে,

একজন পার হয় মরণের নদ ?

কাহার' হ'লনা ক্ষতি, গেল সে লুকায়ে,

নিভতে রক্তটি শুধু উঠিল শুকায়ে ।



দুদিনে অতিথি ।

সে দিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুটল বনে ;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
ভুলে নিলাম পুলক মনে ।

ঘরে এসেই দোয়াত হ'তে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়াতের সে ফুলদানীতে
ফুলটি রেখে দেখছি খালি ;

জোর বাতাসে, হঠাৎ, ঘরে
টুকল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সারাটি দিন,
একলা ঘরের হ'য়ে সাথী ।

অতিথি হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হ'তেই ;
ঝড় বাদলে, ছাড়তে তা'রে,
পার্বনাত' কোন' মতেই ।

বেণু ও বীণা ।



কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে,
জানানা দিয়ে দিলাম তাই ;
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বলে,
ভাবছি ব'সে কত কথাই ।

হঠাৎ, উড়ে, আলোর প'ড়ে,
প্রজাপতির জীবন গেল ;—
হায়, অতিথি ! নয়ন জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল ।

হৃদনের সেই অতিথিরে,
হায়, স্মৃতির স্মৃতিভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথর দিয়ে,
পেলাম নারে আর পাঠা'তে ।

আবার আমি তেমনি ক'রে,
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম কুলের 'পরে ;—
এঁকে নিলাম বৃকে আমার !

শ্রাবণ ১৩০৪ সাল ।



গোলাপ ।

পলে, পলে,—আলোকে, পুলকে,
ভরি' উঠে গোলাপ উষায় ;
স্ফুরিত পাপড়ি, দিকে, দিকে,
কচি ঠোঁটে কি বলিতে চায় ?
রৌদ্রের সাগ্রহ আলিঙ্গনে,—
বায়ুর চুম্বনে, উষ্ণ শ্বাসে,—
গন্ধ-ধারা সৃজিয়া কাননে,
কোতুকী সে—হাসে, শুধু হাসে !
অলি আসে—মধু লয়ে যার,
থাকে না সে কাজ সাক্ষ হ'লে,
গোলাপ সে মু'খানি ফিরায়,
শ্রান্তি ভরে বৃত্তে পড়ে ঢ'লে ।
রক্তমুখী সন্ধ্যার গোলাপ,
ভাবে বৃষ্টি লাবণ্য বাড়িছে ;—
বিষ ঢালে দিনান্তের তাপ,
আর জীবনের আশা মিছে ।

বেণু ও বীণা ।



নিশি আসে, শিশির নিষেকে—

শক্তি আর ফিরে নাক' তা'র,

শেষ গন্ধ ক্ষরে থেকে থেকে,

শেষ মধু,—নাহি নাহি আর ।

তার পর নিশান্ত বাতাসে,

দলগুলি ঝরি' পড়ে, হায়,

আলোকের তীর পরিহাসে,

ধলি মাঝে গোলাপ লুটায় ।

কুলাচার ।

বর এল স্মৃতি-ধৃতি-পর,
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ;
‘শুনেছি বনেদী লোক,
তা’দের’ কি ছোট চোখ—
চেলী কভু দেখে নি কি তা’রা ?’
গৃহে উঠে হাসির ফোয়ারা ।

বাক্য পটু জেঠা মহাশয়,—
বর পক্ষে সম্বোধিয়া, কয়,
“স্মৃতি ধৃতি ব্যবহার
এও নাকি কুলাচার ?
এমন ত’ দেখিনি কোথায় ।”
হাসি’ কয় জেঠা মহাশয় ।

বরের সে পিতামহ শুনি’,
(বর্ষীয়ান্ নিষ্ঠাবান্ তিনি)

বেণু ও বীণা ।



কহেন “বাপু হে শোন,
কাহিনী অতি পুরাণ,
পিতৃমুখে শুনেছি এমনি,—
এসেছিল বন্ধ এক মুনি ;—

এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ
বহুকাল আগে এক দিন ;
সে দিন মোদের গৃহে,
বিবাহের সমারোহে,—
দীর্ঘ জটা, কঙ্কল মলিন,—
এসেছিল সন্ন্যাসী প্রবীণ ;—

দেহ গড়—উন্নত শিখর,
দন্ত শ্বেত, হাস্য মনোহর,
দগ্ধ প্রায় ‘ধুনী’ বেন
দীপ্তিমান্ চ’নয়ন,
দ্রুত পশে সভার ভিতর ;
স্তম্ভিত সকলে ঘোড় কর ।

কহিল, কাপায়ে সভা তল,
‘শুভকাজে—একি অমঙ্গল ?

বেণু ও বীণা ।



বিধান দিতেছি আমি,
কথা শোন গৃহস্থায়ী ;—
(পুরোহিত ! ভেব'না, পাগল,—
দক্ষিণা লইব শুধু ফল ।)

চীনবাস পোড়াও সকল,
কার্পাস পরাও নিরমল,
ধনী পাদপের দান,—
কত্যা বরে শোভমান ;
দৃথা শিরে ল'য়েনা এ পাপ,—
ক্রম-জীব হত্যার সম্ভাপ ।'

মৌন সবে যেন মন্ত্র-বলে,
চীনবাস পোড়ায় অনলে ;
নিষ্পাপ কার্পাস বাস,
পুষ্প সম পুণ্য হাস,
কত্যা-বরে করিল প্রদান ;
অন্তুদান সন্ন্যাসী মহান্ !

সেই হ'তে বংশের গৌরব,
সেই হ'তে সম্পদ বিভব,

বেণু ও বীণা ।



সে অবধি এ বিধান—
কুলাচারে অধিষ্ঠান,
সে অবধি সব সুলক্ষণ,
পাপ প্রথা করিয়া বর্জন ।”

চমৎকৃত সভামাঝে সবে—
সন্ন্যাসীর পুণ্যের প্রভাবে,
কণ্ঠাপক্ষ, তাড়াতাড়ি,
কণ্ঠার রেশমী শাড়ী
ছাড়াইয়া, কার্পাসে সাজায় !
নবোৎসাহে নোবৎ বাজায় !



তিলক দান ।

স্নান সারি' সকাল সকাল,
মিঠায়ে ভরিয়া ছোট থাল,
আপনি চন্দন ঘসি',
চারি বছরের 'উষী'
ফোঁটাঃদিল, হাসি এক গাল ।

দিদি এল পিঠে ভিজ়ে চুল,
উষা-স্নানে শীতল আঙুল,
স্নেহের গোরবে তা'র,
মুখে শ্রী ধরে না আর,
মা বলিয়া মনে হয় ভুল !

কার্তিকের প্রভাত বাতাস
এখন' ছাড়িছে হিম-শ্বাস,—
চন্দন-পরশ, শিরে,
জাগায় সে ফিরে, ফিরে,—
জাগায় সে স্নেহের আভাস ।

বেণু ও বীণা ।



আছি মোরা ছয়াରେ দাঁড়ায়ে,
পূর্ণ পথ—ছোট বড় ভায়ে ;
—আকুল তৃষিত চোখে,
মলিন—বয়সে শোকে,
মুখ পানে কে গেল তাকায়ে ?
জড়সড়—নীতে করি' স্নান,
পরিধান—ধুতি পিরিহান,
শুভ্রকেশ—বহ্নহীন,—
কোথা যাও হে প্রাচীন ?
তুমিও কি মোদেরি সমান ?—
বর্ষীয়সী ভগিনীর গৃহে,
চলেছ কি স্নেহের আগ্রহে ?
অথবা, অভ্যাস বশে,
অতীত যুগের দেশে,
খুঁজিয়া ফিরি'ছ সেই স্নেহে ?
এস, এস, মোদের পুলক—
পুনঃ তোমা' করিবে বালক !
ক্ষুধিত ললাটে তব—
মোরা দিব—মোরা দিব ;—
স্নেহদান—চন্দন-তিলক ।



শিশুর আশ্রয় ।

গোপালের মত শিশুটি ;

মা তাহার এক বেণিয়ার দাসী,
দিনে বাতে কাজ—নাই ছুটি ।

শিশু--কাছে কাছে থাকে,

জল ঘাঁটে, কাদা মাখে,

ছুটে আসে শুনে মা'র স্বর ;—

কবে অবসর হ'বে,

কবে তা'রে কোলে নেবে,

পা'বে ছেলে মায়ের আদর ।

ট'লে ট'লে চ'লে যায়,

মা'র মুখ পানে চায়,

ট'লে ট'লে কাছে আসে ফের ;

কাজে যেন ব্যস্ত কত,

হাত নাড়ে মা'র মত,

গিয়ে তা'র কাছেতে মুখের ।

বেণু ও বীণা ।



মা তা'র উঠিবে যেই,

ছেলের আঙুল সেই,—

চোখে লাগে, দেখে অন্ধকার ;

অমনি শিশুর পিঠে,

পড়ে চড় ছ'চারিটে,

কঁাদে শিশু করি' হাহাকার ।

ভয়ে ধেয়ে না'রই কাছে গেল সে পাগল !

মার খেয়ে—আগে ভাগে পেল শিশু কোল



হাসি-চেনা ।

ওরে দিদি, দেখি, দেখি,—একবার আয়,
ওই ছুঁ হাসি যেন দেখেছি কোথায় !

যে বুড়া হয়েছি আমি ভাই,
সব কথা ভুলে ভুলে যাই ।

ওই যে চতুর হাসি সরল প্রাণের,
ও যেন কায়দাটুকু মধুর গানের ;
হয়েছে,—ও হাসিটুকু, ভাই,
যা'র ছিল, সে ও আর নাই ।

থাকিলে কি হ'ত বলা নয়ক' সহজ,
তো'তে আর তা'তে গোল বাধিতই রোজ ;
আর মনে তা'র ঠাই নাই,—
সে টুকু তোদেরি দি'ছি ভাই ।

অতীতের তরে শোক ?—আমার ত' নাই ;
যা'রা গেছে, আমি দেখি, তোরাও তা'রাই !
ভুল হ'য়ে যায় সব ভাই,
বুড়া আমি—তাই ভুলে যাই !

বেণু ও বীণা ।



কচি হ'য়ে ফিরে আসে আমাদেরি মুখ,
আমাদের যৌবনের বত ভুলচুক,

চলা, ফেরা, সব—চেনা, ভাই,

চেয়ে, চেয়ে, দেখি শুধু তাই ।

যা'রা গে'ছে—কোথা হ'তে তা'দের সে হাসি—

প্রতাহ নূতন মুখে ফুটে রাশি রাশি !

কৌতুকে রয়েছি ভাল, ভাই,

দ্যাখ্—আর বুড়া আমি নাই !



বর্ষায়ান্ ।

নগরীর সঙ্কীর্ণ গলিতে—
পরিচ্ছন্ন পুরাণ কুটার ;
এক দিন সে পথে চলিতে
কুটারেতে দেখিছু স্থবির ।
আপন বলিতে, এ জগতে,
কেহ আর নাহি সে বুড়ার,
তাই, যা'রে পথে দেখে যেতে, —
ডেকে বলে' যত কথা তা'র ।

‘টোটা’র বাবতা শুনি’ যবে,
দেশে দেশে অসংখ্য সিপাহী,—
কলহ করিয়া কলরবে,
দলে, দলে, হইল বিদ্রোহী ;—
অরাজক, হতা, অত্যাচার,
লুটপাট, বীভৎস ব্যাপার ;—
সেই কালে বহু ‘রোজগার’
ঘটেছিল অদৃষ্টে বুড়ার ।

বেণু ও বীণা ।



দিন কত' খুব ধূমধামে—
কাটে কাল, আমোদে হেলায়,
অটুহাসি যেথায় ত্রিষামে,
সেথা হ'তে কমলা পলায় ।
তার পর বাবসা জুয়ায়,
সম্পত্তি বিস্তর গেল তা'র ;
মরে গেল পুত্র ড'টি হায়,
পত্নী গেল—ঘুচিল সংসার ।

“ঋণগ্রস্ত, ব্রহ্ম, অসহায়,
পুত্রহীন, সম্পদ-বিহীন,—
প্রতিবাসী—হেন দুর্দশায়,
ফিরে নাহি দেখে একদিন !
গঙ্গা স্নানে যদি কড় যাই,—
রুগ্ন আগি, ঘটেনা প্রতাহ,—
সমুখে যা' পায়—লয় তাই,
বলিবার নাহি মোর কেহ ;
বলিলে মারিতে আসে সব,
নহি তব তা'দের প্রত্যাশী,
চোর হ'য়ে আছি কি যে ক'ব
এমনি সৃজন প্রতিবাসী !

বেণু ও বীণা ।



বুড়া আমি মোর'পরে এত উপদ্রব"—
কহে বৃদ্ধ, অকম্পিত-উদ্ধ-নেত্রে চাহি,—
“ভগবান্ তুমি ইহা দেখিতেছ সব,
চাহিয়া তোমার মুখ এত আমি সহি ।”
অত্যাচার, অত্যায়ে বারতা শুনিয়া,—
স্বার্থপর দর্পিতের শুনি' বিবরণ,—
বিশ্বাসী সে নিঃসহায় বৃদ্ধের দেখিয়া,—
মনে হয়—আছ তুমি—আছ ভগবন্ !

বেণু ও বীণা ।



অরণ্যে রোদন ।

ঘেসেড়ানি চলে গেছে জল থে'তে নদে,
একা—মাঠে শিশু তা'র কাঁদিছে বসিয়া,
দ্বিপ্রহর—নিরজন,—ক্ষীণকণ্ঠ কাঁদে,—
অপরূপ শব্দ-মায়া বাতাসে সৃজিয়া !

কাছে আসে প্রজাপতি,—নেনে আসে সুর,
আবার বাড়িয়া উঠে ;—বাতাসের বেগে
পতঙ্গ পলায় গেল—দূর হ'তে দূর ;
বিশ্বে আজি—কান্না শুধু উঠে জেগে, জেগে !

হাতে এসে মনোহর সে পতঙ্গ পলায়,
কান্না সেত' চিরসার্থী—আছেই সমান,
বাড়ে কমে ?—সত্য বটে ; থামেনা রে হায়,
হায় রে একান্ত একা শিশুর পবাণ !

কখন্ থানিবে কান্না,—আসিবে জননী,
ফরাংবে বিজন বাস—জুড়াবে পরাণী ।

দেবতার স্থান ।

ভিখারী ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;
সহসা ভাঙিল ঘুম চীংকার ধ্বনিতে,
জাগিয়া, চাহিয়া দেখে, পূজারী দাড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে বারু ধাইয়া মারিতে ।

বিস্ময়ে ভিখারী বলে ‘গোসাই ঠাকুর ।
বুঝিতে না পারি মোবে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি ছ’পুর,
শ্রান্ত বড়, তাই তেথা শুয়েছি নু খালি ।’

কমিয়া পূজাদা কহে ‘চুপ্ বেটা চোর—
নীচ জাতি,—জাননা এ দেবতার ঠাই ?
মন্দিরের অভিমুখে পা’ রাখিয়া তোর—
এটা হ’ল আরামের ঠাই ?—কি বালাই !’

সে বলে ‘পা’ লরে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাই !’

বেণু ও বীণা ।



মেঘের বারতা ।

নীল-মেঘপুঞ্জ হ'তে শৈতোর বারতা
আসিছে, তাপার্ত, ক্লিষ্ট ধরণীর 'পরে ;
আচম্বিতে জলে, স্থলে, কাননে, অশ্বরে,
বর্ষণে ধরনিয়া উঠে চচ্চরিকা গাথা !

কাঁপে তরু, পলকে আপ্পন্ন পুষ্পলতা ;
বৃষ্টি ধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্রান সরোবরে
সু-যৌবনা শ্রামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা !

কালোতে বিকাশে আলো, মৃণালে কমল,
শ্রান পত্র-পুটে ফুটে সোনার গঞ্জরী,
তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্রামল, কোমল,
বৃষ্টিপাতে—সরসীর বিকাশে মাধুরী ।

নীল মেঘ হ'তে আসে শান্তির বারতা,
ধরায় লাবণ্য আনে অমরার কথা !



অপূর্ব সৃষ্টি ।

স্বধর্মো স্থাপিলা যবে সৃষ্টিরে বিধাতা,
(প্রতাপে তপনে যথা,) অদৃষ্টে আসিয়া
নিভতে মদনে ডাকি' কহিল বারতা ;
বাহিরিল চুপে চুপে ছ'জনে হাসিয়া ।

কুহেলি' সৃজিয়া তা'রা মাথায় তপনে,
তপন হিমাংশু হ'ল ; হেথা পুনরায়
নৈশ মেঘে চন্দ্র-ধনু রচিল গোপনে ;
কেবা সূর্য্য—চন্দ্র কেবা—চেনা হ'ল দায় !

শুধু তাই নয়, রোদ্র সৃজিয়া শশীরা,
পূর্ণিমার গুরু মেঘে করিল স্থাপন ;
বিরহে মিশায়ে দিল স্মৃতি পিরীতির,
মিলনে কল্লিত ভেদ করিল রোপণ !

শাপ দিলা অন্তর্যামী অদৃষ্ট-মদনে,
'প্রভু হ'য়ে হ'বে দাস মানব সদায়ে ।'

বেণু ও বীণা ।



‘বাতাসী-মা’র দেশ ।

তুলোর মত পাথার ভরে,
কোন ফুলের বীজ উড়েছে ?
কোন দেশেতে জনম লভি’
কোন বিজন গায় ছুটেছে ?

ছেলেরা যেই ধরিতে ধার,
অমনি উঠে বাতাসে, হার,
কেউ বলে সে চাদের স্রুতো
হাওয়ার স্রোতেই লুটেছে !

কেউ বলে ও বাতাসী মা’র
কোন বিজন গায় ছুটেছে ।

সবাই মিলে উঠলো ব’লে শেষ,
আনরা মা’র বাতাসী মা’র দেশ !

যেদেশে লোক স্বপ্ন ভরে,
বাতাসে বীজ বপন করে,

বেণু ও বীণা ।



বাতাসে হয় সোনা-ফসল,
সোনার চেয়ে দেখতে বেশ !

আজকে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজকে না'ব বাতাসী না'র দেশ !

তুলোর মত লগ্নু পাখায়,
বায়ু ভরে বাঁজ উড়ে যায়,
বায়ু নান্নে বপন, রোপণ,
বায়ুর নান্নে ফসল শেষ !

আজকে মোরা সেই দেশেতে যা'ব,
আজ যা'ব রে বাতাসী না'র দেশ !

বেণু ও বীণা ।



জীর্ণ পর্ণ ।

সূর্য্যের কিরণ করি' আড়,
দিব্য এক টগরের ঝাড় ;
আকাশে বাড়িয়া উঠে বেলা,
ছেলেরা ছাড়েনা তবু খেলা,
বুড়াদের ভাঙেনাক' জাড় ।

অকস্মাৎ পড়ে গেল চোখে,
টগরের পল্লবের ফাঁকে,—
কি এক সামগ্রী মনোলোভা,—
বিশ্ব ফল জিনি তা'র শোভা,—
রক্ত—যেন অপ্সরার স্বর্ণ অলঙ্কারে !

কাছে গিয়ে, দেখিলু যা'শেষে,
কৌতুকে একাই উঠি হেসে ;
সে নহে অমৃত-ফল, হায়,
জীর্ণ পাতা, রৌদ্রে স্বচ্ছ প্রায়,
• জীর্ণ তবু পূর্ণ যেন রসে !

বেণু ও বীণা ।



তা'র কাছে সরস পল্লব,
কান্তিহীন, দীপ্তিহীন, সব ;
এ জীর্ণ পল্লব মাঝে, আজ,
সুস্থ, পুষ্ট, পত্রে দিয়া লাজ,—
বিকশিত সবিতার কিরণ-গৌরব !

বেণু ও বীণা ।



অক্ষয়-বট ।

জন্ম তব সত্যযুগে, হে অক্ষয়-বট,
শাস্ত্রে কহে, সত্য কি ? কহ তা' মোরে তুমি
বহু আশে এসেছি হে তোমার নিকট,
ধন্য সে, চক্ষু যে হেরে তব পীঠ-ভূমি ।

ভাসিলা কি নারায়ণ তোমারি পল্লবে ?
পিও দিলা সীতাদেবী তোমারি সাক্ষাতে ?
সিদ্ধার্থ দেখিলা তোমা'—আর ভিক্ষু সবে ?
বিক্রম বেতালে লভে—সে কি ও শাখাতে ?

বল মোরে বিবরিয়া ছদ্মবেশ রাখি'
পূর্ব কথা,—সর্বত্রাপ যে কথা ভুলার ;
ভূত সাক্ষী তুমি শাখী ; কতই না পার্থী
যুগে যুগে সাথে তব বেঁধেছে কুলায় !

সময়-সাগর-জলে মগ্ন অতীতের
তুমি মাত্র চিহ্ন শাখী, পূর্ব ভারতের ।

শিশুহীন পুরী ।

[illegible]

তাম্বুলের রসে রাঙায়ে রসনা
সোনামুখী বন-জবার হাসি—
ফুটিল আবার বনে বনে ওই,
আজ কে দেখিবে তা'দের আসি' ?

কলারের স্টুটে প্রজাপতি ফুটে,—
 প্রজাপতি লুটে বেড়ায় থালি ;
 নারিকেল শিরে বেজে ওঠে ধীরে
 শত জোড়া ছোট হাতের তালি !

কাঠ-বিড়ালেরা মুখে মুখে করে
ঘুরনি ঘোরার হরষ-ধ্বনি ;
কাছিমেরা দেয় রোদে গা-ভাসান,
শালিকেরা ফেরে ফড়িং চুনি' ।

বেণু ও বীণা ।



নীল-কদমেরা পথের উপরে
হ'য়ে যায় হায় শুকায়ে সাদা,
ঘাটের ফাটলে লুটায় চামর,
রাশি রাশি ফুটে সোনার গাদা ।

বনের কুসুমেরে আদর করিতে
নাহি কেহ, নাহি শিশুর হাসি ;
বনে, ফুলে, ফলে, ছায়া-তরু-তলে,
শুধু বিফলতা বেড়ায় ভাসি' ।

বিজন এ পুরী শিশুর অভাবে
কে যেন জীবন লয়েছে কাড়ি',
হরষ বিথার নাহি যেন আর,
আনন্দ-দেবতা গিয়াছে ছাড়ি' !

বেণু ও বীণা ।



পথহারা ।

আকাশ পানে চেয়েছিলাম, ছিলাম করজোড়ে,
একটা কিছু মনের মাঝে তুলেছিলাম গ'ড়ে ;

আকাশ পানে চেয়েছিলাম,

স্বাতীর জলে নেয়েছিলাম !

হর্ষে ছিলাম, হঠাৎ চোখে প'ড়ল ধূলা এসে,
ছায়াপথটি হারিয়ে গেল,—অশ্রুজলে ভেসে ।

দেখি,—প্রথম পারিনিত' চাইতে কোন'মতে,—

ছায়াপথটি হারিয়ে গেছে সাদা মেঘের স্রোতে ;

আকুল হ'য়ে দিক্ ভলেছি,

বুকের মাঝে গোল তুলেছি,

কে—ছায়াপথ চিনিরে দেবে, ছিনিরে ছায়া হ'তে ?

পরান-পাখী—ফিরবে কিরে মেঘের রচা পথে ?

কে জ্যোতিপথ দেখা'বে হায়, দিবা-রথে ল'য়ে ?

ভেসে যাবে মেঘের ফেণা কোন্ সে বাতাস ব'য়ে ?

বেণু ও বীণা



নীরব নিশি, ভাবছি একা,—
আজও কার' নাইক দেখা,
পরান-পাখী ফিববে নাকি তারার রচা পথে ?
তোলাপাড়া এই শুধু, হায়,—সে দিন সন্ধ্যা হ'তে ।

নাভাজীর স্বপ্ন ।

‘ডোম’ বলি’, ফিরাইরা মুখ, চলে গেল পূজারি ব্রাহ্মণ,
নাভাজী নমিতেছিল গোবিন্দে তখন ;
ছু’টি ফোঁটা অশ্রুজলে, মন্দির সোপান,
সিক্ত হ’ল ; সে দিন সে আর, পথে যেতে গাহিল না গান ।
কাটা বেত, চেরা—কাঁচা বাঁশ, কুণ্ডীর দুয়ারে স্তূপাকার,—
অন্য দিন পরিতৃপ্ত হ’ত গন্ধে যা’র,
আজি তা’রে কোন’ মতে পারিল না আর
বাঁধিবারে ; দেখিলনা চেয়ে আপন হাতের দ্রব্য-তার ।
কুটীরের রুদ্ধ করি’ দ্বার, ভূমিতলে রচিল শয়ান,
রাখিলনা, থাইলনা, করিলনা স্নান ;
ধীরে—তন্দ্রা এল চোখে, মগ্ন হ’ল মন ;
দেখিল সে অপূৰ্ণ স্বপন,—ইষ্টদেব শিয়রে আপন !
“হে নাভাজী ! ক্ষুণ্ণ কেন মন ?” জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দ তখন,
“কর বৎস হরিদাস কবীরে স্মরণ,
সে সব ভক্তের কথা করহ প্রচার,
ব্রাহ্মণের দর্শি হবে দূর,—বুণা কা’রে করিবেনা আর ।”



‘রম্যানি বীক্ষ্য’

ফাগুন নিশি, গগন-ভরা তারা,
তারার বনে নয়ন দিশাহারা ;
কে জানে আজ কোন্ স্বপনে
উঠেছে চাঁদ আন্ গগনে,
তারার গায়ে চাঁদের হাওয়া লেগেছে !
পেয়েছে সব চাঁদের যেন ধারা !

আন্ গগনের চাঁদ,
যেন হেথায় পাতে ফাঁদ ;
আর নিশীথের আলো—
আজ হেথায় কিসে এল ?
আরেক সাঁঝের গান,
ফিরে জাগায় যেন তান ;
তারার বনে পরাণ হ’ল সারা !

এ যেন নয় গীতি,
এ যেন নয় আলো,
তবু ‘ দোলায় মনে নিতি,
তবু কেমন লাগে ভাল,—

বেণু ও বীণা ।



মন যে মগন তা'তে,
ফাগুন-মধু-রাতে,
মন চিনেছে আকাশ-ভরা তারা,—
পেয়েছে আজ চাঁদের যা'রা ধারা !
বিচিত্র ওই আকাশ
দেয় নূতন কত আভাস,
উষার আলো বাতাস—
যেন, শেফালিকার সুবাস—
যেন, তারার বনে লেগেছে,
চোখে আমার জেগেছে ;—
মুক্ত রে আজ মর্ত্য-ভুবন-কারা !
তারার বনে মন হয়েছে হারা !

বেণু ও বীণা ।



সন্ধ্যা-তারা ।

(কীর্তনের সুর)

অসি মৃণলোজ্জ্বল তারাটি,
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে ;
অসি দিবা-কিরণ-ধারাটি,
কত শান্তি বিতর ভবনে ।
যবে উষ্ম-সমীর-নিশাসে—
মম হৃদয় শুকায় নিরাশে,
তুমি অমনি আসিয়া,

যাতনা ছুড়াও—
শান্ত শীতল কিরণে ;—
মম জীবনে—সন্ধ্যা-গগনে !

যবে ধূলায় ধূলায় নিলিয়া,
ঘন অঁধার আসে গো ঘিরিয়া,
আসি আকুল পরাণে

তোমাতে দেখিতে

বেণু ও বীণা ।



মম নীলিম নিখর গগনে,
 জীবনে—সন্ধ্যা-লগনে !

তুমি নিরাশার মেঘে ডুবোনা,
তুমি প্রলয়ের ঝড়ে নিবোনা,
শুধু অমনি আসিয়া,
 হাসিয়া, হাসিয়া,
 অমির ঢালিয়ো পরাণে ;—
মম জীবন-সন্ধ্যা-গগনে !

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল ।

বেণু ও বীণা ।



অমৃত-কণ্ঠ ।

শুনেছি, শুনেছি কণ্ঠ তব,
পুনঃ, আজি বহুদিন পরে,
প্রাণে মনে জেগেছে উৎসব,
রোমাঞ্চ সকল কলেবরে !

উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব হ'য়ে আছি, আবার শুনিতে ওই স্বরে !

নিশান্তের শুকতার সম
পরিপূর্ণ লাবণ্যের রসে,
সঙ্গীত তোমার, নিরূপম !
হর্ষ-ধারা অন্তরে বরষে ;

দিবসে কোথায় ডুবে যায়, অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু যে সে ।

পূর্ণ, পুষ্ট গোলাপ মুকুল,—
নন্দনের লতাচ্যুত হ'য়ে,
তোমার ও সঙ্গীতে আকুল,—
অঙ্গে মোর পড়িল লুটায়,

প্রথম পাপড়ি যে সময়ে, এলায়ে পড়িবে মধুবারে ।

বেণু ও বীণা ।



ও সঙ্গীত আঙুরের ফল,
মৃদুকায় রসের বাথায়,
অধরের পীড়নে কোমল
ভেঙে পড়ে, একটি কথায় ;
বিন্দু—তুই, স্নিগ্ধ, স্নগ্ধর রস দিয়া—মিলায় কোথায় ।

বর্ষণান্তে মুক্তাফল সম,—
পল্লবাগ্রে যাহা শোভা পায়,—
সন্ধ্যাসূর্য্য,—বাহে অনুপম
সপ্ত বর্ণে—আপনি সাজায়,—
সে যেন গো তোমার সঙ্গীতে, লয় দিয়া সলিলে মিলায় !

স্বাতী হ'তে ঝরি' যে শিশির
মহামণি হয় সিক্ততলে,
তুলনা সে—আজি এ শিশির
অন্ধকারে যে সুর উথলে ;—
আনন্দ-চঞ্চল করি' মোরে, আকুল করিয়া তারাদলে ।

জননীর চুম্বনের মত
ও সু-স্বর, পবিত্র, কোমল,—
মন্ত্রপূত, আশীর্বাণী-যুত,
হর্ষ-স্নিগ্ধ যেন শান্তিজল ;
সদ্য-ঝরা শেফালি পরশে, হ'ল যেন পরাণ শীতল !

বেণু ও বীণা ।



নক্ষত্র জানিত যদি গান,
ভাবিতাম গাহিতেছে তারা ;
বাণীর বীণার মধু তান !
অমরার—অমৃতের ধারা !

তারার পরশ বুঝি পাও,—তাই গাও হ'রে আত্মহারা !

আঁখি কভু দেখেনি তোমায়,
হে অনন্ত-আকাশ-বিহারী !
ফের' তুমি তারায়, তারায়,—
নক্ষত্রের কূলে কূলে, সরি,

পক্ষ্ম যেন আঁখির পলকে,—আঁখির পলকে যাও সরি' ।

বড় সাধ, শিশুকাল হ'তে,
হে সুকণ্ঠ ! চিনিতে তোমায় ;
পাইনি সন্ধান কোন' মতে,
পাইনি তোমার পরিচয় ;

কত জনে সুধায়েছি নাম,—বলিতে পারে না কেহ, হায় !

সুধায়েছি কবিজন পাশে,
সুধায়েছি কৃষক-বধূরে ;
কেহ শুনি' অন্তরালে হাসে,
কেহ হায় চলে যায় দূরে ;

কোন দেশে জনম তোমার ? কিবা নাম—কে বলিবে মোরে ?

বেণু ও বীণা ।



নাম তব থাকে, নাহি থাকে,
ডাকিব ‘অমৃতকণ্ঠ’ ব’লে ;
ভালবেসে যে বা’ ব’লে ডাকে,
তাহাতেই পরাণ উথলে ;
হে অমৃতকণ্ঠ ! পাখী মোর, তোর গানে চক্ষু ভরে জলে ।

গান—তব শোনে বহু জনে,
না থাকে বা থাকে পরিচয় ;
শুনেছি হে, ‘ওই গান শুনে,
গর্ভশায়ী শিশু স্তব্ধ রয় ;
যতদিন নাহি এস ফিরে, ততদিন ভূমিষ্ঠ না হয় ।

গাও, তবে, গাওহে আবার,
হৃষ-শিশু লভিবে জনম !
সুধাপায়ী ! চন্দ্রিকা উল্লার
কর পুনঃ স্নিগ্ধ মনোবদন ;
কোকিল পাপিয়া চাতকেরা স্তব্ধ হ’ল, গাও নিকপম ।

যাহা কিছু মনোজ্ঞ-মধুর,
যাহা কিছু পবিত্র-সুন্দর,
যত আছে ঈশিত-সুন্দর,
—চির মুগ্ধ আগার অন্তর—
বলে’, পাখী, শীর্ষে সবাকার—হরষ-আপ্লুত ওই স্বর ।

বেণু ও বীণা ।



বহুদিন, বহুদিন পরে,
পাখী—তোর পেয়েছি রে সাড়া !
বহুদিন, বহুদিন পরে,
প্রাণ মোর পেয়েছে রে ছাড়া !
সাড়া দেছে অন্তরের বীণা, গানের স্পন্দনে পেয়ে নাড়া !

আজ, পাখী, সাধ হয় ফিরে,
ফিরিবারে তারায়, তারায় ;—
বাগ্র চোখে, সমুন্নত শিরে,
ছেড়ে যেতে পুরাণ ধরায় ;—
বাঁশীর একটি রক্ত খুলি', নিঃশেষিতে সঙ্গীতে স্বরায় ।

তার পর, নৈশ অন্ধকারে,
তোর মত যা'ব মিলাইয়া ;
কাজ নাই আনন্দ ঝঙ্কারে,
চলে যা'ব শুষিরে গাহিয়া ;
যাহা গাই,—তোর মত যেন, যেতে পারি পুলক ঢালিয়া ।

তার পর, কে চিনে না চিনে,
রাখিবনা সন্ধান তাহার ;
কণ্ঠ যদি পূর্ণ হয় গানে
তোর মত, গাহিব আবার ;
বেণীক্ষণ রহিব না আগি, গান শেষে রহিব না আর ।



হে অমৃতকণ্ঠ ! হে সুদূর !
মূর্তিমান্ স্বর ! সুধাধার !
কণ্ঠ মোর করছে মধুর,
কর মোরে সঙ্গী আপনার,
গান গেয়ে, উল্লাসে উড়িয়া, দিব মোরা অসীমে সাঁতার !

বেদনার বন্ধনের পারে,
চল, পাখী, লইয়া আগায় ;—
কষ্ট,— যেথা, ফিরেনা শাঁকারে,
সব ব্যথা সঙ্গীতে ফুরায় ;
বাঁশীর একটি রক্ত খুলি'—সব গান শেষ হ'য়ে যায় ।

কর মোরে, অতনু-সুন্দর !
পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রসে ;
এই মহা তমিস্র-সাগর
আসে যেন সঙ্গীতের বশে ;
তারার জনম দিয়া গানে, দীপ্ত কর এ বিজন দেশে ।

অন্ধকারে, পথভ্রান্ত জন
পায় যেন সঙ্গীতে আশ্বাস ;—
গুচে যেন প্রাণের ক্রন্দন,
ফেলিতে না হয় দীর্ঘশ্বাস,—
অন্ধকারে পায় দেখিবারে—জ্যোতির্ময় আপন নিবাস !

বেণু ও বীণা ।



মুক্তি-শিশু—জন্মেনি এখন'

আছে কোন্ গানের প্রত্যাশে !

পাখী ! পাখী ! তোমার মতন

গান মোরে শিখাও হে এসে !

মুক্তি-শিশু আসুক জগতে,—পূর্ণ হ'ক ত্রিলোক হরষে !

বেণু ও বীণা।

মমতা ও ক্ষমতা ।

পক্ষি-শাবকেরে বটে সেই স্নেহ করে,—
দৃঢ় মুষ্টি-বলে যা'র কাল ফণী মরে ;
নহিলে বৃথা সে স্নেহ,—শুধু মনস্তাপ ;—
মমতা—ক্ষমতা বিনা, নিষ্ফল প্রলাপ ।



বেণু ও বীণা ।



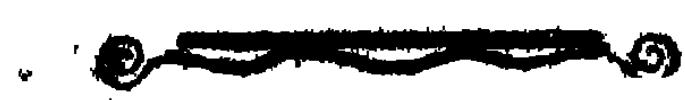
নামহীন ।

বর্ষাশেষ, স্নপ্ৰভাত, প্রসন্ন আকাশ,—
মহাচ্ছাতি ইন্দ্রনীল মণির মতন ;
জলে, স্থলে, ফুলে, ফলে, লাবণ্য-বিকাশ,
পথ, ঘাট, সব—যেন সবুজে মগন ।

পুরাণ প্রাচীর খানি সবুজে সবুজ !
আর তা'রে কে বলে' কঙ্কাল-সার আজ ?
দেখরে নিন্দুক তোরা দেখরে অবুঝ,
লাবণ্যের বন্যা—মর্ত্যে—নন্দনের সাজ !

অতি ছোট ছোট গাছ—ছেয়েছে প্রাচীর,
নেচে উঠে স-পল্লব আকুল উল্লাসে,
রৌদ্র-ঝিলে করে স্নান, নত করি' শির,
পাখী সগ ;—বিচঞ্চল মৃদল বাতাসে ।

বল্ ওরে ছোট গাছ তোদের সুধাই,
নাম কি রে—নাম কি রে—নাম কি তোদের ?
“নাম নাই, আমাদের নাম নাই, ভাই,
হর্ষে আছি,—হর্ষ দি'ছি—এই,—এই ঢের !”



আকাশ-প্রদীপ ।

অন্ধকারে জ্বলে ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ,
কতক্ষণ—আছে আয়ু—কতক্ষণ আর ?

হিম-সিন্ধু মাঝে রচি' ক্ষুদ্র মায়া-দ্বীপ,
সে কেবল রশ্মিটুকু করিল বিস্তার !

বেণু ও বীণা ।

শাহারজাদী ।

কল্পনা-নগরে, শত কবিতা সুন্দরী,
আনন্দে করিত বাস ; সহসা একদা,
কহিলেন লোকেশ্বর, “চাহি আমি নারী
রূপবতী, ভাল মন্দ কুলে নাহি বাধা ।”

আনন্দে লাগিল দিতে যত পুরবাসী
কথা নিজ ; কে জানিত দিনেকের তরে
সে সম্পর্ক ? পোহাইলে বিবাহের নিশি,
কে জানিত, যা’বে তা’রা স্বপনের পুরে !

ভয়ে নাহি আর কেহ করে কথাদান .
লোকেশ্বরে ; পরিণাম জেনেছে সকলে ;
কিরিয়া এসেছি তাই ভবনে আপন,
মানসী কথারে মোর কহি’ অশ্রুজলে ;—

যা’ রে বাছা ! লোকেশ্বর কণ্ঠে দেহ’ মালা ;
শাহারজাদীর ভাগ্য লভ’ তুমি বালা !

